গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মূল্যায়ন সেক্টর

কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩)

ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্

???????

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ
অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩)

সমীক্ষকবৃন্দ

ড.এম এ তাহের খন্দকার, পিইঞ্জ
টিম লিডার/মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

ইনামুল হক চৌধুরী
আর্থসামাজিক বিশেষজ্ঞ

প্রকৌশলী মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ
পরিসংখ্যানবিদ

প্রকৌশলী মো: আওলাদ হোসেন
কোঅর্ডিনেটর

আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ

বেগম সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া
মহাপরিচালক

জনাব মোঃ গোলাম কবীর
পরিচালক

জনাব মোঃ মশিউর রহমান খান মিথুন
সহকারী পরিচালক

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৭

ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস
সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৫ম তলা, বস্নক-এ), ৭ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ i

প্রথম অধ্যায় : প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ ১
(ক) পটভূমি **১**
(খ) উদ্দেশ্য ২
(গ) অনুমোদন/সংশোধন ৪
(ঘ) অর্থায়নের অবস্থা ৪
(ঙ) সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব) ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology) ৬
(ক) পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) ৬
২.১ আর্থসামাজিক মূল্যায়নের নমুনা ডিজাইন ও নমুনা আকার ৭
২.২ ভৌত অবকাঠামোর নমুনা আকার ৯
২.৩ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট তৈরি ১০
২.৪ পরামর্শকগণ কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন ১০
২.৫ প্রকল্পের অধীনে ক্রয় কার্যক্রমে PPA 2006 এবং PPR 2008 অনুসরণ ১১
২.৬ বৃক্ষরোপণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা ১১
২.৭ রাস্তা উন্নয়নের প্রভাব ১১
২.৮ রাস্তা ব্যবহারকারীগণের খরচ সাশ্রয় ১১
২.৯ খানা সমীক্ষা ১১
২.১০ বাজার, কমিউনিটি ও সুযোগ সুবিধা সমীক্ষা ১১
২.১১ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সমীক্ষা ১২
২.১২ পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ১২
২.১৩ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion) ১২
২.১৪ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা ১২
২.১৫ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ১২

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষমাত্রা ও অর্জন ১৫
৩.১ প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ১৫
৩.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ ১৭
পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ ২০ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) অনুসরণ

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ২২
৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-১: উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর ২২
মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা
৫.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-২: প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার পুরুষ ও নারী জনগণের জন্য অধিকতর ২৩
কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধি করা

৫.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৩: গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের (network) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থায়িতব ও কার্যক্ষমতা (sustainability and efficiency) বৃদ্ধি করা ২৪
৫.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৪: পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের সুযোগ বৃদ্ধি করা ২৪
৫.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৫: উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা ২৪
৫.৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৬: প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা ২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: SWOT Analysis ২৬
৬.১ শক্তিশালী দিক ২৬
৬.২ দুর্বল দিক ২৭
৬.৩ সুযোগ ২৭
৬.৪ ঝুঁকি ২৭

সপ্তম অধ্যায়: সমীক্ষার (TOR) অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়গুলো সারণি/লেখচিত্র/পাই চার্টের মাধ্যম উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ২৯

৭.১ উত্তরদাতার (প্রকল্প গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপ) আর্থ-সামাজিক পরিচিতি ২৯
৭.২ প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়গুলো ৩০
৭.৩ প্রকল্পের অবকাঠামোর গুণগতমান ও বর্তমান অবস্থা ৩৩
৭.৪ রোপণকৃত বৃক্ষের ব্যাপারে উপকারভোগীদের মতামত ৩৪
৭.৫ জমি অীধগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্পে প্রভাব ৩৪
৭.৬ প্রকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা ৩৫
৭.৭. পরিবেশ, শিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকল্পের প্রভাব ৩৬
৭.৮ ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত মতামত ৩৬
৭.৯ প্রকল্প গ্রুপ ও কট্রোল গ্রুপের তুলনামূলক অবস্থান ৩৬
৭.১০ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বের অবস্থান ৩৮
৭.১১ গ্রোথ সেন্টার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত ৩৮
৭.১২ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে জনগণের উপকার সম্পর্কিত মতামত ৩৯
৭.১৩ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসশনে (FGD) অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও পর্যালোচনা ৪০
৭.১৪ স্থানীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালা - নোয়াখালী ওয়াকশপ ৪৩
৭.১৫ কেস স্টাডি ৪৫

অষ্টম অধ্যায়: সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ৪৮
৮.১ পর্যবেক্ষণ ৪৮
৮.২ সুপারিশ ৪৯

পরিশিষ্ট ''ক'' নির্বাচিত নমুনা এবং স্থান ৫০
পরিশিষ্ট ''খ'' উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা ৫৫
পরিশিষ্ট ''গ'' বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশ্নমালা (এলজিইডি কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা পরিষদ) ৬৩
পরিশিষ্ট ''ঘ'' এফজিডি (FGD) নির্দেশনা ৬৬

নির্বাহী সার-সক্ষেপ

''কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩)'' শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শুরু করা হয়েছিল জুলাই ২০০৬ সালে। মোট আট বছর মেয়াদে ইহার বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে জুন ২০১৪ সালে। বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করার প্রায় এক বছর নয় মাস পরে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর প্রভাব মূল্যায়নের সমীক্ষা গ্রহণ করেছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি হতে মে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চার মাসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্পের উপকারভোগী জনগণের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় বরিশাল বিভাগের বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার মোট ২৭টি উপজেলায় । প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এবং 'আইলা'-এর সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রকল্পটির আংশিক সম্পন্ন করা এবং অসম্পন্ন অবকাঠামোগুলো ক্ষতিগ্রসস্ত হয়েছিল।

প্রকল্পটির আওতায় বা স্তবায়িত কাজগুলো হল: (১) পাকা সড়ক ৫৯৩ কিঃমিঃ; (২) কাঁচা সড়ক ১৩৩৯ কিঃমিঃ; (৩) ব্রিজ এবং কালভার্ট ২,৫৫১ মিটার; (৪) বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ১৬০ কিঃমিঃ (রাস্তা); (৫) হাটবাজার এবং গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন ৫৭টি; (৬) ইউনিয়ন পরিষদ Complex নির্মাণ ২টি; এবং (৭) নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ ৪টি। বাস্তব কাজগুলোর অর্জিত সাফল্য লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতভাগ।

প্রকল্পটির মূল ব্যয় প্রাক্কলন ছিল ৩০০,০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ডিপিপি দুবার সংশোধন করা হয়েছিল এবং সর্বশেষ সংশোধনীতে প্রকল্প ব্যয় অনুমোদন করা হয়েছিল ৪৭৭,৭৩.৯৭ লক্ষ টাকা । প্রাক্কলিত অনুমোদিত ব্যয়ের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৭৭,৭০.৯৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয়ের মাত্রা ৯৯.৯৯% (প্রায় ১০০%)। প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রকৃত ব্যয়ের ২৩১,৮৭.০৯ লক্ষ টাকা (৪৮.৫৪%) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুদান বাবদ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ ২৪৫,৮৩.৮৫ লক্ষ টাকা (৫১.৪৬%) প্রকল্প সাহায্য হিসাবে ডেনমার্ক সরকার DANIDA-এর মাধ্যমে প্রদান করেছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রান্তিক অবস্থার নারী-পুরুষের জন্য সরাসরি ৩০ লক্ষ ১০ হাজার জন দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছিল যা অত্যন্ত ইতিবাচক।

লক্ষ্যণীয় যে, প্রকল্পটি গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের একটি প্রকল্প এবং ইহার একটি অন্যতম লক্ষ্য কৃষিখাতে সহায়তা প্রদান করা। প্রকল্পটির বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো ছিল: উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা; প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার পুরুষ ও নারী জনগণের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধি করা; গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের (network) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা (sustainability and efficiency) বৃদ্ধি করা; পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ বৃদ্ধি করা; উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা; এবং প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সমীক্ষার তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকার ৮০০ জন এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ৪০০ জন উত্তরদাতার নিকট হতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। উত্তদাতাগনের প্রায় ৫০% ছিলেন নারী। এ ছাড়াও নোয়াখালী জেলায় প্রকল্পের সর্বস্তরের উপকারভোগীগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি মত বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে প্রকল্পের সার্বিক ব্যাপারে তাঁদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছিল।

উত্তরদাতাগণের ৯০% বলেছেন প্রকল্পটির মাধ্যমে অবকাঠামোর উন্নয়নের কারণে তাঁদের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে। শতকরা আশি ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন প্রকল্পের কারণে তাঁদের পেশা সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ হয়েছে। উত্তরদাতাদের প্রায় ৮৪% বলেছেন যে, প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করার কারণে যাতায়াতের সময় হ্রাস পেয়েছে; ৮০% বলেছেন প্রকল্পের কারণে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়েছে; প্রায় ৪৪% বলেছেন

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সহজ হয়েছে এবং ৬৪% উত্তরদাতা বলেছেন প্রকল্পের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছে। উত্তরদাতাদের ৬৯% বলেছেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে কৃষিজ পণ্যাদির পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

উত্তরদাতাগণের প্রায় ১১% প্রকল্পটির আওতায় আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁদের প্রায় ৭৪% হাঁস-মুরগি পালন, ৬২% শাক-সবজি চাষ, প্রায় ২১.৫% বৃক্ষরোপণ কাজে জড়িত আছেন।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, উত্তরদাতা নারীগণের প্রায় ১১% সংসারের প্রধান যাঁরা বিধবা অথবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্ত। উত্তরদাতা নারীগণের প্রায় সকলেই এখন মাসিক আনুমানিক ১,৬০০ টাকা আয় করতে পারেন। কর্মজীবী নারীদের প্রায় ৭৭% বলেছেন যে, তাঁদের অর্জিত আয় তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামাফিক ব্যয় করতে পারেন। উত্তরদাতা মহিলাদের প্রায় ৫৪% প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নিকটস্থ হাট-বাজারে যেতে পারেন। উত্তরদাতা নারীগণের ৯৩% ভোট দিতে পেরেছেন; ৯৪% বলেছেন যে, সন্তানদের লেখাপড়া অথবা রোজগারের ব্যাপারে তাঁদের স্বামীগণ তাঁদের মতামত গ্রহণ করেন; ৭৯% বলেছেন যে, গহনা, টাকা-পয়সা অথবা জমিজমা মিলিয়ে তাঁদের কিছু পরিমাণ সম্পদ আছে। উত্তরদাতা নারীগণের ৮২% শতাংশ বলেছেন যে, হাঁস-মুরগি, ছাগল, গরু ও শাক-সবজি চাষ করে তাঁদের সন্তোষজনক পরিমাণ আয় হয়।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে উত্তরদাতাগণের মাঝে মিশ্র ধারণা রয়েছে। নির্মিত রাস্তার অবস্থা বর্তমানে মোটামুটি ভাল উল্লেখ করেছেন ৫৪%। রোপণকৃত বৃক্ষের বর্তমান অবস্থা ভাল বলেছেন প্রায় ৫৩% উত্তরদাতা।

উত্তরদাতগণের প্রায় ৭১% বলেছেন যে রোপণকৃত বৃক্ষের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। রোপণকৃত বৃক্ষের ৫% থেকে সর্বোচ্চ ৩০% অংশীদারিত্ব উত্তরদাতাগণের রয়েছে।

উত্তরদাতাগণের ৭৬% মনে করেন যে, সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে এবং ৭৩% মনে করেন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য অবকাঠামো জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, আয়-বর্ধন ও বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে মর্মে উত্তরদাতাগণ মতামত প্রদান করেছেন।

উত্তরদাতাগণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ রাস্তার স্থায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে রাস্তার পাশের লম্বা বৃক্ষের বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘ সময় যাবত পানি চুয়িয়ে পড়া, ভারি গাড়ি চলাচল করা, রাস্তার উপর দিয়ে লোহার চাকাযুক্ত খননযন্ত্রের চলাচল ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। পরিদর্শনের সময়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে রাস্তার কিছু কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ-প্রকল্পের এই সব কাজ ইতিবাচক মর্মে উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেছেন।

প্রকল্পের প্রধান অংগ ছিল পাকা ও কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা। রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার-এই সব অবকাঠামো বিদ্যমান পাকা অথবা কাঁচা রাস্তার উপরে অথবা বাজারে নির্মাণ করা হয়েছে; এ সব কাজ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের ব্যাপক দাবি ও সমর্থন ছিল। প্রকল্পটির প্রভাব জনগণের উপর ইতিবাচক।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কিছু পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ অথবা নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারণে কিছু সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রসস্ত হয়েছেন। মোট ৩১ জন উত্তরদাতা বা ৪% বলেছেন যে, প্রকল্পটি নির্মাণের সময়ে তাঁদের বসতবাড়ি অথবা কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু তাঁরা সঠিক ক্ষতিপূরণ পান নাই। জমির ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ এলজিইডি কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে একই ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের পক্ষে উত্তরদাতাগণের প্রায় ৯৮% মত প্রদান করেছেন। নগণ্য পরিমাণ ১.৭৫% উত্তরদাতা ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প নির্মাণের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে এই ধরনের উন্নয়ন কাজের কারণে গরিব জনগণের চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাঁদের ক্ষতির যথাযথ

ক্ষতিপূরণ পায় না। তাঁদের মতে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে জনগণের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জনগণের উপরোক্ত মতামত, পরিদর্শন, তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ-এর ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ প্রদান করা হলো:

(১) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

(২) যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

(৩) পাকা রাস্তার ছোটখাট মেরামত (Pot-hole) সংস্থার নিজস্ব জনবল ও যন্ত্রপাতির দ্বারা দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

(৪) ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষদের নিজস্ব তহবিল হতে করা প্রয়োজন।

(৫) 'গ্রোথ সেন্টার'-এর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণবাজারের নিজস্ব আয় হতে করা যেতে পারে।

(৬) মহিলা কর্ণার (Women's Corner)-এর ব্যবস্থাপনা জোরদার করা প্রয়োজন।

(৭) প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার নারীগণকে এলজিইডি-এর রাস্তার রুটিন মেরামত কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

(৮) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কসাইখানা-এর দূষিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি 'বায়োগ্যাস প্লান্ট' নির্মাণ করা যেতে পারে।

(৯) ''কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩): পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্প ভবিষ্যতে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১০) পাকা সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কের পেভমেন্টের ডিজাইন (যাহা ইতোমধ্যে এলজিইডি সংশোধন/উন্নয়ন করেছে) অনুসরণ করা যেতে পারে।

(১১) গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রাখা এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে (Project Completion Report) তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(১২) প্রকল্প এলাকার অবকাঠামোর দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সুষ্ঠু পরিচালন ও রাস্তা অত্যন্ত অপরিহার্য। বাঁধের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এলজিইডি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

(১৩) বিশ্ব ব্যাংক-এর Preparation of Rural Transport Improvement Project II (RTIP II), March 2012 প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্রায় ৩,৫৫০ কিলোমিটার পাকা উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসন এবং পিরিয়ডিক মেরামতের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে DANIDA-এর সাহায্যপুষ্ট প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার পাকা সড়ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ঠিকাদারগণকে শুধুমাত্র সমাপ্ত কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করা হবে না বরং সমাপ্ত সড়ক মেরামত কাজের গুণগত মানের ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে। পাকা সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

(১৪) প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে বেজ লাইন সার্ভের (Baseline Survey) সংস্থান রাখা প্রয়োজন।

(১৫) প্রকল্পের অবকাঠামোর স্থায়িতব বৃদ্ধির জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

শব্দ-সংক্ষেপ

ASPS	Agriculture Sector Programme Support
CD	Custom Duty
DANIDA	Danish International Development Agency
DPP	Development Project Proposal
FFS	Farmers' Field School
FGD	Focus Group Discussion
HBB	Herring-Bone-Bond
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
LCS	Labour Contracting Society
LGED	Local Government Engineering Department
MRD	Maintenance, Research and Development
PCR	Project Completion Report
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
RCC	Reinforced Cement Concrete
RDPP	Revised Development Project Proposal
RRMAIDP	Rural Roads and Market Access Infrastructure Development Project
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
ToR	Terms of Reference
VAT	Value Added Tax

Conversion Rate of Currency: BDT 12.50 = 1.0 Danish Crown (DKK)

প্রথম অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

(ক) পটভূমি

পৃথিবীর অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রকল্প গ্রহণ কালে (২০০৬ সালে) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ছিল ৯৬৬ জন এবং মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৫২৩ মার্কিন ডলার (সূত্র: Statistical Pocket Book, Bangladesh 2009, Page 8 ও 12)। সে সময়ে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭% গ্রামঞ্চলে বাস করত। খাদ্য গ্রহণের বিবেচনায় এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৮% জনসংখ্যা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত।[১]

প্রকল্পটির মূল রূপকল্প হচ্ছে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অবদান রাখা এবং পল্লী অঞ্চলের অতি-দরিদ্র শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা। গ্রামীণ সড়কের অবস্থার উন্নয়ন করা, কার্যক্ষমতা ও সহনীয়তা বৃদ্ধি করা এবং হাট বাজারের অবস্থাসহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে: (ক) হাট বাজার ও সেবা কেন্দ্রগুলোতে খানাগুলোর কম খরচে অভিগম্য বৃদ্ধিকরণ এবং প্রান্তিক নারীগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; এবং (খ) এলজিইডি-এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর স্থায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ[২]।

উল্লেখ্য যে, দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যাপকতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয় যার মূল উপাদানসমূহ নিম্নরূপ: (ক) উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা; (খ) প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার পুরুষ ও নারী জনগণের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করা; (গ) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের (network) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থায়িত্ব ও কর্মক্ষমতা (sustainability and efficiency) বৃদ্ধি করা; (ঘ) পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ বৃদ্ধি করা; (ঙ) উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা; (চ) প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা[৩]।

উপরোক্ত কৌশলসমূহ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মূল কৌশলসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো গ্রামীণ উন্নয়নের প্রধান বাধা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যমান গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থায় কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে অতিরিক্ত ব্যয়, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি অবলম্বনে ও ফসলের বহুমুখীকরণে অসুবিধা, অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অসুবিধা ইত্যাদি কৃষকদের অধিকতর কৃষি উৎপাদন বাধাগ্রস্ত করছে। এ সব অসুবিধা পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় তীব্রভাবে বিরাজমান ছিল। ভৌত অবকাঠামোগত অসুবিধাসমূহ উত্তরণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন আবশ্যিক বিবেচিত হয়েছিল।

স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও আর্থিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে এবং জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেয বাংলাদেশ সরকার এবং DANIDA-এর আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ''কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো

১ Project Completion Report of "Rural Roads & Market Access Infrastructure Development Project (Component-3)", October 2014, Page 11.
২ Project Completion Report of "Rural Roads & Market Access Infrastructure Development Project (Component-3)", October 2014, Page 11.
৩ PCR of "Rural Road & Market Access Infrasturcture Development Project (Component-3) of Agriculture Sector Programme Support, ASPSOII (2nd Revised, Interoitem Adjusted)

উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩): পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যাহা জুলাই ২০০৬ সময়ে শুরু করে এবং জুন ২০১৪ সালে সমাপ্ত করা হয় "RRMAIDP" শীর্ষক প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ''কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩)''শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার জন্য গ্রহণ করা হয়। এই চারটি জেলার ২৭টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা;
(২) প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার পুরুষ ও নারী জনগণের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধি করা;
(৩) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের (network) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থায়িতব ও কার্যক্ষমতা (sustainability and efficiency) বৃদ্ধি করা;
(৪) পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
(৫) উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
(৬) প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্প এলাকাগুলি নিম্নের মানচিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে।

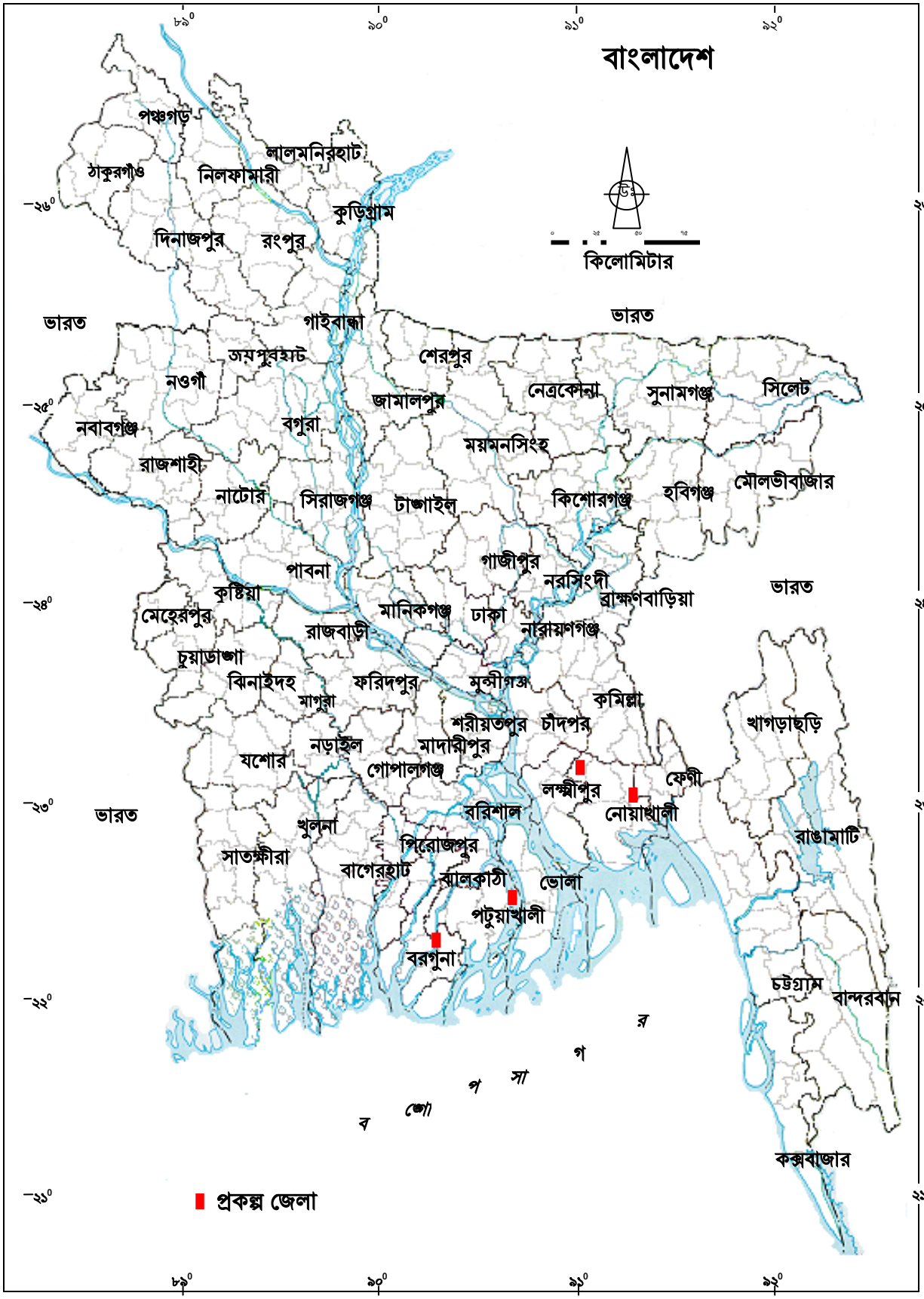
বাংলাদেশ
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
লালমনিরহাট
নিলফামারী
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রংপুর
কিলোমিটার
ভারত
ভারত
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
শেরপুর
নওগাঁ
জামালপুর
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
নবাবগঞ্জ
বগুরা
ময়মনসিংহ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
টাঙ্গাইল
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
পাবনা
গাজীপুর
নরসিংদী
কুষ্টিয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ভারত
মেহেরপুর
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
রাজবাড়ী
নারায়ণগঞ্জ
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
ফরিদপুর
মুন্সীগঞ্জ
কুমিল্লা
মাগুরা
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
নড়াইল
মাদারীপুর
যশোর
গোপালগঞ্জ
ফেণী
লক্ষ্মীপুর
ভারত
বরিশাল
নোয়াখালী
খুলনা
রাঙামাটি
পিরোজপুর
সাতক্ষীরা
বাগেরহাট
ঝালকাঠী
ভোলা
পটুয়াখালী
বরগুনা
চট্টগ্রাম
বান্দরবান
র
গ
প
সা
জো
ব
কক্সবাজার
প্রকল্প জেলা

(গ) অনুমোদন/সংশোধন

মূল প্রকল্প প্রস্তাবে ইহার ভৌত কাজগুলো জুলাই ২০০৬ সালে আরম্ভ করে জুন ২০১১ সালে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। পরে মার্চ ২০১০ সালে প্রকল্পটি সমাপ্তির মেয়াদ জুন ২০১৩ পর্যন্ত দুই বছর বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছিল। এই মেয়াদ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪০%। কিন্তু কাজ বাস্তবায়নাধীন থাকা অবস্থায় প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০১৩ সালে পুনঃ জুন ২০১৪ পর্যন্ত আরো এক বছর অর্থাৎ ২০% বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এইভাবে দুই দফায় মোট ৬০% মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্রকল্পটি সার্বিকভাবে এই বর্ধিত মেয়াদ জুন ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রকল্পটির অনুমোদন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট তথ্যদি নিম্নের সারণি ১.১ এ উদ্ধৃত করা হলো।

সারণি ১.১: প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য

অনুমোদন/সংশোধন	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	মূল সময়ের তুলনায় অতিক্রান্ত সময় (%)
(ক) মূল	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১১	-
(খ) ১ম সংশোধিত	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১৩	৪০%
(গ) ২য় ও সর্বশেষ সংশোধিত	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১৪	৬০%
(ঘ) প্রকৃত	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১৪	৬০%

(ঘ) অর্থায়নের অবস্থা

বাংলাদেশ সরকার এবং DANIDA-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণকালে অর্থায়নের উৎস হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের অংশ ছিল ৩০% এবং DANIDA-এর অংশ ছিল ৭০%। পরবর্তিতে এটি চূড়ান্তভাবে পরিবর্তন করে (দ্বিতীয় সংশোধনী, জানুয়ারি ২০১৩) বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৪৮.৫৪% এবং DANIDA-এর অংশ ৫১.৪৬% করা হয়।

প্রকল্প অর্থায়নের পরিমাণ এবং হার পরিবর্তনের কারণ হল: (ক) মূল প্রাক্কলনে LCS-দের জন্য অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, (খ) 'সিডর' ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রসস্ত অবকাঠামোর পুনর্বাসনের অর্থ বরাদ্দ, (গ) নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, (ঘ) শ্রম দিবস কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, (ঙ) ফিজিক্যাল কন্টিন্'জেন্সি এর সাথে বরাদ্দের সমন্বয়, (চ) DANIDA-র মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ে করা (বাংলাদেশ মুদ্রার বিপরীতে অনুমান করা হয়েছিল টাকা ১২.৩৫; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মুদ্রার বিনিময় হার ছিল টাকা ১২.৫০)। উল্লেখ্য যে, মূল ব্যয়ের তুলনায় অতিক্রান্ত ব্যয় ৫৯% বেশি হয়েছে (সূত্র: 1st RDPP, 2010, Page-3)। প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা সারণি নং ১.২ এবং বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের তথ্য সারণি ১.৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.২: প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়ের উৎস	মূল ব্যয়	১ম সংশোধিত ব্যয়	২য় ও সর্বশেষ সংশোধিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	মূল ব্যয়ের তুলনায় অতিক্রান্ত ব্যয় (%)
জিওবি	৯০,০০.০০	২১৩,০২.৩৫	২৩১,৮৭.৬৬	২৩১,৮৭.০৯	১৫৮
প্রকল্প সহায়তা	২১০,০০.০০	২১২,৫০.০০	২৪৫,৮৬.৩১	২৪৫,৮৩.৮৫	১৭.০৭
মোট	**৩০০,০০.০০**	**৪২৫,৫২.৩৫**	**৪৭৭,৭৩.৯৭**	**৪৭৭,৬১.৯৪**	**৫৯%**

সারণি ১.৩: প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের তথ্য/বিশ্লেষণ

অর্থ বছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয়ের মাত্রা (%)
১	২	৩	৪	৫
২০০৬-০৭	২৫,৫০.০০	২৫,৫০.০০	২৫,০৪.৪৮	৯৮.২১
২০০৭-০৮	৩৭,০০.০০	৩৭,০০.০০	৩৫,৬৮.৯১	৯৬.৪৫
২০০৮-০৯	৮৭,০০.০০	৮৭,০০.০০	৮৬,৮৬.৫১	৯৯.৮৪
২০০৯-১০	৯৩,৪১.০০	৯৩,৪১.০০	৯২,৯২.০০	৯৯.৪৮
২০১০-১১	৮২,০০.০০	৮২,০০.০০	৮১,৫৮.৪২	৯৯.৪৯
২০১১-১২	৬৮,৪৮.০০	৬৮,৪৮.০০	৫৭,৬৫.০৮	৮৪.১৯
২০১২-১৩	৫৮,১৬.০০	৫৮,১৬.০০	৫৭,৫৮.১১	৯৯.০০
২০১৩-১৪	৪০,৩৮.০০	৪০,৩৮.০০	৪০,২৮.৪৩	৯৯.৭৬

সারণি থেকে দেখা যায় যে, পুঞ্জীভূত বছর-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ ডিপিপি (২য় সংশোধিত) ব্যয় অপেক্ষা সামান্য বেশি ছিল, ফলে কিছু পরিমাণ বেশি অর্থ অবমুক্ত হয়েছে যাহা শেষ বছরে সমন্বয় করা হয়েছিল।

সারণি ১.৩ এর পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সর্বনিম্ন অবমুক্তকৃত অর্থের ৮৪.১৯% ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি অর্থ বছরেই ব্যয়ের শতকরা হার ৯৬% এর বেশি ছিল এবং সর্বোচ্চ ছিল ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ৯৯.৮৪%। সাধারণত বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের ৯৫% বা তার অধিক অর্জনকে সফল ব্যবস্থাপনা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রকল্পটির বছরভিত্তিক বরাদ্দের যে বিভাজন বা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার এক বছর বাদে প্রতি বছর ৯৬% এর বেশি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

(ঙ) সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব)

প্রকল্পটির মেয়াদ দুই দফা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্রথম দফায় মূল পাঁচ বছর হতে দুই বছর এবং দ্বিতীয় সংশোধনিতে পুনঃ এক বছর অর্থাৎ মোট তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্রকল্পটির সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব) সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি নং ১.৪ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১.৪: প্রকল্পটির সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব) সংক্রান্ত তথ্যাদি

অনুমোদন/সংশোধন	প্রাক্কলিত শুরুর তারিখ (বাস্তব শুরুর তারিখ)	প্রাক্কলিত সমাপ্তির তারিখ (বাস্তব সমাপ্তির তারিখ)
(ক) মূল	১ জুলাই ২০০৬ (ঐ)	৩০ জুন ২০১১ (৩০ জুন ২০১৪)
(খ) ১ম সংশোধিত	১ জুলাই ২০০৬ (ঐ)	৩০ জুন ২০১৩ (৩০ জুন ২০১৪)
(গ) ২য় ও সর্বশেষ সংশোধিত	১ জুলাই ২০০৬ (ঐ)	৩০ জুন ২০১৪ (৩০ জুন ২০১৪)
(ঘ) প্রকৃত	১ জুলাই ২০০৬ (ঐ)	৩০ জুন ২০১৪ (৩০ জুন ২০১৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি(Methodology)

ফলাফল বিশ্লেষণ কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেকেন্ডারি তথ্যসমূহ পর্যালোচনাসহ ফলাফল বিশ্লেষণ, সরেজমিনে পরিকল্পনাপূর্বক প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, প্রকল্পের সুফলভোগীসহ অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিম্নরূপঃ

(ক) পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR)

উপদেষ্টাগণের কার্যাবলি (ToR) ক্রয়কারী সংস্থা আইএমইডি কর্তৃক নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:

(ক) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(ঙ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

(চ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;

(ছ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পার্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(জ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম সমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয় আলোকপাত;

(ঝ) প্রকল্পের শক্তিশালীদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরণের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

(ঞ) প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ সড়ক ও বাজার অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্যতা হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ;

(ট) প্রান্তিক/দরিদ্র মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে স্থায়ী আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিকাশে প্রকল্পটির অবদান নিরুপণ;

(ঠ) এলজিইডি'র রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক টেকসই ও মজবুত হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ;

(ড) উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ;

(ঢ) স্থানীয় পর্যায়ের ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ (Findings) অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং

(ণ) ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

উপরোক্ত কার্যপরিধি (ToR) অনুসরণ পূর্বক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যঃ

''কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩): পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)'' [Rural Roads and Market Access Infrastructure Development Project (Component-3) of Agriculture Sector Programme Support (ASPS-II)] শীর্ষক প্রকল্পের সঠিক তথ্য গ্রহণ এবং কার্যপরিধি অংশসমূহের ফিডব্যাক প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরামর্শকগণ কর্তৃক প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে একটি দিক নির্দেশনামূলক প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছিল। এতে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন, লোকবল নিয়োগ, ভৌত অবকাঠামো, সংগ্রহ/ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, কনসালটেন্সি, ভূমি অধিগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ এবং পরিধি ও কার্যক্রমসমূহ তাহাতে সুষ্ঠুভাবে একীভূত করা হয়েছিল। ইহার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার পারফরমেন্স, প্রাপ্ত/সৃষ্ট সেবাসমূহ দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং পল্লী উন্নয়নে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের প্রভাব নির্ণয় করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন কাজে পরামর্শকগণ কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত কৌশল, সুনির্দিষ্ট ধাপ এবং কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়েছে:

- সমীক্ষা কাজ সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা নিরূপণের জন্য সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- অবকাঠামো সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সুবিধাভোগীদের নিকট থেকে প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- প্রকল্প সমীক্ষার মাধ্যমে মাঠকর্মীদের দ্বারা প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- সরেজমিনে যাচাই এবং এফজিডি (FGD) এর মাধ্যমে প্রশ্নগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- সুবিধা এবং প্রভাব নির্ণয়ের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

পরামর্শকগণ কৌশল, সুবিধা ও প্রভাব মূল্যা য়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পে প্রাপ্ত সুবিধা ও প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করেছে। এতে RDPP-তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ যথা: বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জেলা এলাকার অবকাঠামোসমূহের নির্মাণ কাজের গুণগতমান নমুনা অনুসারে জরিপের ও পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পারফরমেন্স মূল্যায়নের জন্য বাস্তব এবং আর্থিক অগ্রগতি, ব্যয়িত অর্থ এবং বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ, গুণগতমান ও সময় বিবেচনা/ বিশ্লেষণপূর্বক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এছাড়াও নির্মিত অবকাঠামোসমূহের ব্যাপ্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীদের অংশগ্রহণ, অবকাঠামোসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং মালামাল পরিবহণে ব্যয় ও সময় সাশ্রয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, এছাড়াও পরিবেশের উপর প্রভাব এবং অন্যান্য সুবিধাদি বিবেচনা করা হয়েছে। নিমেণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি উল্লেখ করা হলোঃ

২.১ আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নের নমুনা ডিজাইনও নমুনা আকার

সমীক্ষার আওতায় আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পভুক্ত ৫০% উপজেলা নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিসংখ্যানগতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যা নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

নমুনার আকার নির্ণয়ে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন উপসূচকের মান ব্যবহার করে খানার সংখ্যা নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনার আকার নির্ণয়ে ৯৫% আস্থাস্তর, ৫% ভুলের মাত্রা হার ব্যবহার করা হয়েছে । বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনা পদ্ধতিতে ডিজাইন ইফেক্ট ২.০ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রদত্ত প্রাদুর্ভাবের হার, আস্থাস্তর এবং ডিজাইন ইফেক্ট ব্যবহার করে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{z^2pq}{e^2} \times (deff) = 768$$

এখানে,

n = নমুনার আকার

Z = Standard normal variate (Confidence interval at 5% level of significance which is 1.96)

p = টার্গেট প্যারামিটার, ৫০% (পল্লী এলাকায় মহিলা শ্রম শক্তি)

q = 1-p

deff=ডিজাইন ইফেক্ট = ২.০

e = ভুলের মাত্রার হার = ৫%

আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের মধ্য থেকে উপরে বর্ণিত নিয়মে ৮০০ জন (নমুনা সংখ্যা) পুরুষ ও নারী সুবিধাভোগী নির্বাচন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মোট নমুনার ৫০% নারী নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রকল্পটি ৪টি জেলার ২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে; এর ৫০% উপজেলা অর্থাৎ ১৪টি উপজেলা নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রকল্পের উপকারভোগী ছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য 'কন্ট্রোল গ্রুপ' উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। কোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব নাই এমন এলাকা হতে 'প্রকৃত কন্ট্রোল গ্রুপ'-এর উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী নমুনা সংখ্যার ৫০% পরিমাণ অর্থাৎ ৮০০ X ৫০% = ৪০০ জন ছিলেন 'প্রকৃত কন্ট্রোল গ্রুপ' উত্তরদাতা।

এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহের জন্য প্রকল্প কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নমুনা উত্তরদাতার সংখ্যা ১,৩৮২ জন। নমুনা উত্তরদাতাদের ধরন অনুসারে সংখ্যা সারণি ২.১-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২.১: ধরন অনুযায়ী নমুনা উত্তরদাতাদের সংখ্যা

ক্রমিক নম্বর	উত্তরদাতাদের ধরন	নমুনা উত্তরদাতাদের সংখ্যা
১	২	৩
১	প্রকল্প গ্রুপ উত্তরদাতা	৮০০
২	Control গ্রুপ উত্তরদাতা	৪০০
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি	১৪
৪	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	১৪
৫	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ	১৪
৬	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ১৪টি এফজিডি	১৪০
	মোট	১,৩৮২

২.২ ভৌত অবকাঠামোর নমুনা আকার

মূল্যায়নের জন্য উপজেলার ১৬ কি.মি. পাকা ও ১০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা; ইউনিয়নের ২০ কি.মি. পাকা ও ২১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৩ কি.মি. পাকা ও ১০৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা নির্বাচন করা হয়েছে।

উপজেলা সড়কে ১১০ মিটার এবং ইউনিয়ন সড়কের ৭০ মিটার এবং গ্রামীণ সড়কে ৭৭ মিটার ব্রিজ এবং কালভার্ট নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এই সব নমুনা স্ব স্ব দফার বাস্তবায়িত কাজের ১০%।

এ ছাড়া বাস্তবায়নকৃত হাটবাজার এবং গ্রোথ সেন্টারের ৫৭টি হতে ৬টি (১১%), বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার ১৬০ কি.মি.-এর ১৬ কি.মি. (১০%); নির্মাণকৃত ২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স (১০০%) এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ ৪টি (১০০%) নমুনা হিসাবে জরিপ/মূল্যায়ন করা হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিমাণ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে থোক হিসাবে উল্লেখ করা আছে। মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামো জরিপ/মূল্যায়নের সময়ে 'রক্ষণাবেক্ষণ' কাজ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। নির্বাচনকৃত অবকাঠামো ও নমুনার তালিকা সারণি ২.২ এ উপস্থাপন করা হলো। নির্বাচিত বিস্তারিত নমুনা **পরিশিষ্ট ''ক''** এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২.২: ভৌত অবকাঠামোরনমুনা

ক্রমিক নম্বর	ভৌত অবকাঠামোর বর্ণনা	একক	অর্জিত পরিমাণ	সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত নমুনা
১	২	৩	৪	৫
	উপজেলা সড়ক			
১	পাকা রাস্তা	কিঃমিঃ	১৬১	১৬
২	কাঁচা রাস্তা	কিঃমিঃ	৯০	১০
৩	ব্রিজ এবং কালভার্ট	মিটার	১,১০০	১১০
	ইউনিয়ন সড়ক			
৪	পাকা রাস্তা	কিঃমিঃ	২০২	২০
৫	কাঁচা রাস্তা	কিঃমিঃ	২০৬	২১

ক্রমিক নম্বর	ভৌত অবকাঠামোর বর্ণনা	একক	অর্জিত পরিমাণ	সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত নমুনা
৬	ব্রিজ এবং কালভার্ট	মিটার	৬৮৬	৭০
	গ্রামীণ সড়ক			
৭	পাকা রাস্তা	কিঃমিঃ	২৩০	২৩
৮	কাঁচা রাস্তা	কিঃমিঃ	১,০৪৩	১০৪
৯	ব্রিজ এবং কালভার্ট	মিটার	৭৬৫	৭৭
	অন্যান্য কাজ			
১০	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	কিঃমিঃ	১৬০	১৬
১১	হাটবাজার এবং গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন	সংখ্যা	৫৭	৬
১২	ইউনিয়ন পরিষদ Complex নির্মাণ	সংখ্যা	২	২
১৩	নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ	সংখ্যা	৪	৪
১৪	রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	থোক	১৪

রাস্তা, গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদের অবকাঠামো নির্মাণের উপাত্তের পাশাপাশি সামাজিক সুবিধা, যোগাযোগ, ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন, আয়, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশের অবস্থার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ ও গ্রোথ সেন্টারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৩ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট তৈরি

পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশলের আলোকে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিসত্মৃতি বিবেচনা করে এবং সেগুলি পরিপূর্ণ করার জন্য পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের (Component) জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল উপস্থাপনের মাধ্যমে সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং FGD-এর মাধ্যমে Checklist ব্যবহার করে গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা **পরিশিষ্ট ''খ''** -তে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া Key Informant Interview-এর জন্য প্রশ্নমালা **পরিশিষ্ট ''গ''** এবং FGD Checklist **পরিশিষ্ট ''ঘ''**-তে প্রদান করা হয়েছে।

২.৪ পরামর্শকগণ কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ তথ্য সংগ্রহ ও এফজিডি সভার সময়ে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময়ে পরামর্শকগণ অঙ্গগুলির নির্মাণ গুণাগুণ এবং বর্তমান অবস্থা যাচাই করেছেন। দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত (Randomly selected) প্রকল্পের উপকারভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁরা আলোচনা করেছেন। প্রকল্পের ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে (দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি) বর্তমানে বিদ্যমান পাবলিক ক্রয়নীতিমালা অনুসরণের দিকগুলি যাচাই করা হয়েছে। পরামর্শকগণ কর্তৃক অবকাঠামো (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ও বাজার ইত্যাদি) নির্মাণের মান ও মাত্রা পরীক্ষা করা হয়েছে।

পরামর্শকগণ এবং দলনেতা মাঠ পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেছেন। পরামর্শকগণ মাঠ পরিদর্শনকালে প্রধানত অবকাঠামো নির্মাণের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মূল্যায়ন, এবং তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ কাজের তদারকিকরণ করেছেন।

পরামর্শকগণ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের অফিসারগণের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং অবকাঠামো পরিদর্শন করেছেন। উপকারভোগী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁদের নির্মাণের মান সম্পর্কে ধারণা আছে তাঁদের সাথে পরামর্শকগণ সাক্ষাৎ করেছেন

এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করেছেন। পরামর্শকগণ পরিবেশগত দিক এবং প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছেন, এবং প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা যাচাই করেছেন।

পরামর্শকগণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্পের নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল ও দুর্বল দিকগুলি, এবং সুযোগ ও হুমকির বিষয়াদি (SWOT) বিশ্লেষণ করেছেন।

২.৫. প্রকল্পের অধীনে ক্রয় কার্যক্রমে PPA 2006 এবং PPR 2008 অনুসরণ

পরামর্শকগণ নমুনা নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রকল্পের অধীনে পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয় কার্যক্রমের দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদনে PPA 2006 এবং PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তাহা যাচাই করা হয়েছে।

২.৬. বৃক্ষরোপণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা

পরামর্শকগণ কর্তৃক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ রাস্তা/স্থান নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সব তথ্যের মধ্যে জীবিত চারার হার, পরিচর্যা ও বৃক্ষের অংশীদারিত্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৭ রাস্তা উন্নয়নের প্রভাব

প্রভাব মূল্যায়নে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুই ধরনের প্রভাবই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিতভাবে আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

১. রাস্তা ব্যবহারকারীগণ তুলনামূলক কম ভাড়া, বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা পেতে পারেন। স্বল্প ভাড়ার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয়ের সুযোগ আছে।
২. রাস্তা উন্নয়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে: কৃষিকাজে অংশগ্রহণ সহজতর হবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২.৮ রাস্তা ব্যবহারকারীগণের খরচ সাশ্রয়

রাস্তা ব্যবহারকারীগণের যাতায়াত খরচ রাস্তা উন্নয়নের ফলে প্রকল্প গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করে খরচের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। পরিবহণ ব্যবহারকারীদের জন্য পরিবহণ খরচ নির্ণয় করা হয়েছে।

২.৯ খানা সমীক্ষা

খানা সমীক্ষা তথ্যের মধ্যে আর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্য, আয়, কর্মসংস্থানের অবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা ছিল। খানা সমীক্ষার ক্ষেত্রে নমুনা (সারণি ২.১) অনুসারে নির্বাচিত গ্রামে আদমশুমারি পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আনুপাতিক হারে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত খানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.১০ বাজার , কমিউনিটি ও সুযোগ-সুবিধা সমীক্ষা

গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ও অকৃষি শ্রমিক, মৌসুমি এবং গড়-মৌসুমি মজুরি, অবস্থান ও ধরন অনুযায়ী জমির মূল্য, অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণের উপর সুদের হার, সেচের খরচ, সারের খরচ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.১১ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সমীক্ষা

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের মান মূল্যায়ন করা হয়েছে। নির্মিত স্থানের ব্যবহার, সেবার প্রাপ্যতা এবং সেবা প্রদান, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সেবার জন্য কৃষকদের ইউনিয়ন পরিষদে আসা, সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি, ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণ এবং সেবা প্রদানের সবল ও দুর্বল দিক সমীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

২.১২ পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, নিরাপদ স্থানে বাজারের বর্জ্য ফেলা, রাস্তা এবং বাজার উন্নয়নের ফলে জলাবদ্ধতা, নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং বাজারের আশে পাশে মলমূত্র ত্যাগের আচরণের ভিত্তিতে পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২.১৩ ফোকাস MÖæপ আলোচনা (Focus Group Discussion)

সমাজের গতানুগতিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সামাজিক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় (FGD) প্রকল্পের সুবিধাভোগী, Control গ্রুপ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মহিলা প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ১০-১২ জন অংশগ্রহণ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে FGD সভা করা হয়েছে। FGD সভা পরামর্শক দলের একজন Facilitator পরিচালনা করেছেন; তিনি সবাইকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করেছেন এবং প্রত্যেকের মতামত যথাযথ গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

২.১৪ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সং শ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করার শেষ পর্যায়ে (সপ্তাহে) নোয়াখালী জেলা সদরে একদিনের একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাপারে মতবিনিময় করা। বিশেষ করে প্রকল্পের কাজের মান, বাস্তবায়ন, সময়কাল, আসল সময় বা মাত্রা থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং ফলাফল, সেবা প্রদান, সেবা গ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি একই ধরনের প্রকল্প ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন-ইত্যাদি ব্যাপারে প্রকল্পের ''অংশীদারগণের'' পরামর্শ গ্রহণ করা।

নোয়াখালী জেলা সদরে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় মোট ৫৩ জন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন; এঁদের মাঝে ২১ জন (৪০%) ছিলেন নারী।

২.১৫ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, wi‡køষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নকরণ

(ক) টিম লিডারের নেতৃত্ব পরামর্শক দল প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন। প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে খানার বৈশিষ্ট্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অবকাঠামোর গুণগতমান, ব্যবহার, অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, যোগাযোগ, পরিবহন, কৃষি উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও গতিশীলতা, বিনিয়োগ, পরিবেশগত অবস্থা; এবং প্রকল্পের সাফল্য/ব্যর্থতা-ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের শক্তিশালী দিক, দুর্বল দিক, সৃষ্ট সুযোগ এবং ঝুঁকি প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ব্যাপারে যথাযথ সুপারিশ করা হয়েছে।

(খ) প্রতিবেদন প্রণয়নে কর্ম পরিকল্পনা

প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা সারণি নং ২.৩ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ২.৩: কর্ম পরিকল্পনা

পর্যায়	সময়কাল সপ্তাহ	প্রধান কাজ এবং **Output**
পর্যায়-১: প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১৫ দিন (০.৫০ মাস)	□ প্রস্তুতি গ্রহণ করা □ মূল্যায়ন সমীক্ষা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করা □ নথি ও তথ্য সংগ্রহ করা □ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা □ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও সমীক্ষা Design টি কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা □ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও সমীক্ষা Design টি স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা □ জরিপ প্রশ্নমালা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণ □ মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
পর্যায়-২: তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম	৪৫ দিন (১.৫০ মাস)	□ তথ্য সংগ্রহ করা □ এফজিডি (FGD) সভা করা □ বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন করা □ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার ব্যবস্থা করা
পর্যায়-৩: মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন	৬০ দিন (২.০০ মাস)	□ তথ্য প্রক্রিয়া করার জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম Design করা □ ডেটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ □ প্রক্রিয়াকৃত তথ্য বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নকরণ □ ১ম মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকরণ ও দাখিল করা □ ১ম মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা □ ১ম মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা □ ২য় খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং দাখিল করা □ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালায় ২য় চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করা □ চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিলকরণ

(গ) কর্মসূচি

মূল্যায়ন কার্যক্রম পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে চার মাসের মধ্যে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাস্তবায়ন কর্মসূচি সারণি নং ২.৪ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ২.৪: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচি

কার্যক্রম	তারিখ/সময়	স্থান (জেলা)
(ক) তথ্য সংগ্রহকরণ, প্রভাব মূল্যায়নের পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ও প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	১-১৫ফেব্রুয়ারি ২০১৭	ঢাকা
(খ) প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদন, প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ ও তথ্যসংগ্রহকারীদলকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১৬ ফেব্রুয়ারি -১৪ মার্চ ২০১৭	ঢাকা
(গ) মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	১৫ মার্চ - ১০ এপ্রিল ২০১৭	পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর।
(ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা (১ দিন)	২৫ এপ্রিল ২০১৭	নোয়াখালী। (এক দিন।)
(ঙ) তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	১২-২৫ এপ্রিল ২০১৭	ঢাকা।
(চ) ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন	২৬ এপ্রিল - ১৩ মে ২০১৭	ঢাকা।
(ছ) ১ম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও সংশোধন (টেকনিক্যাল কমিটি)	১১ মে ২০১৭	ঢাকা।
(জ) ১ম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও সংশোধন (স্টিয়ারিং কমিটি)	৩০ মে ২০১৭	ঢাকা।
(ঝ) জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা (১ দিন)	১৯ জুন ২০১৭	ঢাকা।
(ঞ) চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণ	২০-২৩ জুন ২০১৭	ঢাকা।
(ট) চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	২৩ জুন ২০১৭	ঢাকা।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্প এলাকায় ভৌত অবকাঠামোগত অসুবিধাসমূহ উত্তরণে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির বেশ কয়েকটি অঙ্গ ছিল যেমনঃ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, হাট বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং অন্যান্য, রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ ও সেবা (কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণ/দক্ষতা বৃদ্ধি), যন্ত্রপাতি (ক্যামেরা/প্রকৌশল সরঞ্জাম রোলার, প্লেট কম্প্যাকটর ইত্যাদি), যানবাহন, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, বেতন ও ভাতা, গবেষণা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ও জমি অধিগ্রহণ।

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

বাস্তব কাজ

(১) উপজেলা পাকা সড়ক নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬১ কিঃমিঃ। অর্জিত সাফল্য ছিল ১৬১ কিঃমিঃ। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(২) ইউনিয়ন পাকা সড়ক নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০২ কিঃমিঃ। অর্জিত সাফল্য ছিল ২০২ কিঃমিঃ। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(৩) গ্রামীণ পাকা সড়ক নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩০ কিঃমিঃ। অর্জিত সাফল্য ছিল ২৩০ কিঃমিঃ। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(৪) উপজেলা কাঁচা সড়ক নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯০ কিঃমিঃ। অর্জিত সাফল্য ছিল ৯০ কিঃমিঃ। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(৫) ইউনিয়ন কাঁচা সড়ক নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০৬ কিঃমিঃ। অর্জিত সাফল্য ছিল ২০৬ কিঃমিঃ। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(৬) গ্রামীণ কাঁচা সড়ক নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্যামাত্রা ছিল ১০৪৩ কিঃমিঃ। অর্জিত সাফল্য ছিল ১০৪৩ কিঃমিঃ। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(৭) উপজেলা ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১০০ মিটার। অর্জিত সাফল্য ছিল ১১০০ মিটার। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(৮) ইউনিয়ন ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৮৬ মিটার। অর্জিত সাফল্য ছিল ৬৮৬ মিটার। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

(৯) গ্রামীণ ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণঃ বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৬৫ মিটার। অর্জিত সাফল্য ছিল ৭৬৫ মিটার। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাত্রা ১০০%।

অন্যান্য বাস্তব কাজগুলির মাঝে তিনটি প্রধান কাজ ছিল: (ক) হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন; (খ) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ; এবং (গ) বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা। এ কাজগুলোর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(১০) হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন কাজঃ প্রকল্পের আওতায় ৫৭টি হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর বিপরীতে ৫৭টি হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ১০০%।

(১১) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ কাজঃ প্রকল্পের আওতায় ২টি হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর বিপরীতে ২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ১০০%।

(১২) বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজঃ প্রকল্পটির আওতায় ১৬০ কিঃমিঃ রাস্তায় বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর বিপরীতে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ১৬০ কিলোমিটারে বৃক্ষরোপণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ১০০%।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতি দফা বাস্তব কাজ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সারণি ৩.১ এ প্রদর্শন করা হলো।

সারণি ৩.১: প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের নাম	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন				আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন		
	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের মাত্রা (%)	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	অর্জন (লক্ষ টাকা)	অর্জনের মাত্রা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ							
উপজেলা সড়ক:							
(ক) পাকা সড়ক	কি.মি.	১৬১	১৬১	১০০	৪,৪২৬.২৮	৪,৪২৬.২৮	১০০
(খ) কাঁচা রাস্তা	কি.মি.	৯০	৯০	১০০	৩৩৮.২৮	৩৩৮.২৮	১০০
(গ) সেতু ও কালভার্ট	মিটার	১১০০	১১০০	১০০	৩,৯০৯.৭৯	৩,৯০৯.৭৯	১০০
ইউনিয়ন সড়ক:							
(ক) পাকা সড়ক	কি.মি.	২০২	২০২	১০০	৭,৭৩০.১১	৭,৭৩০.১১	১০০
(খ) কাঁচা রাস্তা	কি.মি.	২০৬	২০৬	১০০	৫১২.১৮	৫১২.১৮	১০০
(গ) সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৬৮৬	৬৮৬	১০০	২,৪০০.০০	২,৪০০.০০	১০০
গ্রামীণ সড়ক:							
(ক) পাকা সড়ক	কি.মি.	২৩০	২৩০	১০০	৫,৬০৩.৭৭	৫,৬০৩.৭৭	১০০
(খ) কাঁচা রাস্তা	কি.মি.	১০৪৩	১০৪৩	১০০	৩,৬৬৩.৮৫	৩,৬৬৩.৪৯	৯৯.৯৯
(গ) সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৭৬৫	৭৬৫	১০০	১,০১৩.৩৩	১,০১৩.৩৩	১০০
(ঘ) বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা	কি.মি.	১৬০	১৬০	১০০	২৫৫.০৮	২৫৫.০৮	১০০
২. হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং অন্যান্য:							
(ক) গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার ও গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন	সংখ্যা	৫৭	৫৭	১০০	৪৯১.৭৬	৪৯১.৭৬	১০০
(খ) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	২	২	১০০	১৩৯.৫০	১৩৯.৫০	১০০
(গ) নির্বাহী প্রকৌশলী অফিস সম্প্রসারণ	সংখ্যা	৪	৪	১০০	৫৬৯.০০	৫৬৯.০০	১০০
(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালীকরণ	থোক				৫০৭.৯৯	৫০৭.৯৯	১০০
৩. রক্ষণাবেক্ষণ :							
(ক) মোটর গাড়ি, আসবাবপত্র, অফিস ও কম্পিউটার সরঞ্জামাদি প্রকৌশল অফিস ও পরীক্ষাগার যন্ত্রপাতি	থোক				৯২৭.৪২	৯২৭.১৫	৯৯.৯৭
খ) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ (আইলাতে ক্ষতিগ্রস্থ পুনর্বাসন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ)	কি.মি.	১৩৪	১৩৪	১০০	২,০৬৫.০১	২,০৬৪.৯১	৯৯.৯৯
(গ) বাজারের সাথে সংযোগকৃত খাল পুন:খনন	কি.মি.	৪০	৪০	১০০	৩৭২.০০	৩৭২.০০	১০০
(ঘ) অন্যান্য ও আনুষঙ্গিক রক্ষণাবেক্ষণ	থোক				১০৮.০৭	১০৮.০৫	৯৯.৯৮
(ঙ) এম আর ডি (MRD)	কি.মি.	৮৫.৮০	৮৫.৮০	১০০	৪৪৮.০৩	৪৪৮.০৩	১০০
৪. সরবরাহ ও সেবা (কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণ/দক্ষতা বৃদ্ধি)	থোক				৮,৩৮৫.১৫	৮,৩৮১.১০	৯৯.৯৫
৫. যন্ত্রপাতি (ক্যামেরা/ প্রকৌশল সরঞ্জাম রোলার, প্লেট কম্প্যাকটর ইত্যাদি)	থোক				১,৪৫২.১০	১,৪৫২.১০	১০০
৬. যানবাহন	থোক				৪৮৬.৫৫	৪৮৬.৫৫	১০০
৭. আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	থোক				২২৭.২৫	২২৭.২৫	১০০
৮. বেতন ও ভাতা	থোক				১,৪৪২.৮৮	১,৪৩৫.৬৫	১০০

প্রকল্পের অংগভিত্তিক কাজের নাম	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন				আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন		
	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের মাত্রা (%)	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	অর্জন (লক্ষ টাকা)	অর্জনের মাত্রা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯. গবেষণা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	থোক				৪৮.৫৯	৪৮.৫৯	১০০
১০. জমি অধিগ্রহণ	একর	৮.৫০	৮.৫০	১০০	৫০.০০	৫০.০০	১০০
১১. সিডি ভ্যাট (CD VAT)	থোক				২০০.০০	২০০.০০	১০০
১২. ফিজিক্যাল কন্টিন্জেন্সি	থোক				-	-	-
১৩. প্রাইস্ কন্টিন্জেন্সি	থোক				-	-	-
মোট					**৪৭,৭৭৩.৯৭**	**৪৭,৭৭০.৯৪**	**৯৯**

প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৪৭৭,৭৩.৯৭ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে মোট ৪৭৭,৭০.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয় হয়েছে আর্থিক অর্জনের হার ৯৯% (প্রায়)। ভৌত কাজের প্রতি দফায় এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য দফায় দফা-ওয়ারী বরাদ্দ ১০০% ব্যয় হয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৩.২.১ অর্থায়ন

সরকারের অনুসৃত নীতি-পদ্ধতি প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং তহবিল ছাড়করণের প্রয়োজন হয়েছে। এই সব কাজকর্ম স্বাভাবিক নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি অর্থের যোগানের ৫১.৪৬% ডেনমার্ক সরকার কর্তৃ ক প্রদান করা হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তার অর্থের যোগান যথাসময়ে প্রয়োজন মাফিক পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও বৈদেশিক সহায়তার অর্থের বিল যথাসময়ে পুনর্ভরণ করা হয়েছে। অর্থায়নে বিলম্ব হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩.২.২ পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ

পণ্য এবং কার্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের চারটি (বরগুনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর) জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্য ক দরপত্র প্যাকেজ আহবান, মূল্যায়ন, অনুমোদন করা হয়েছে; এবং কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।

কার্য সংগ্রহের কাজে বিলম্ব হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল এর অন্যতম কারণ। প্রকল্পটির বাস্তব কাজ শুরু করা হয়েছিল জুলাই ২০০৬ সালে। কাজ আরম্ভ করার অল্প সময় পরে নভেম্বর ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় ''সিডর'' এবং অতঃপর ২০০৯ সালে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ''আইলা''-এর দুর্যোগের কারণে কার্য সংগ্রহ বিঘ্নিত হয়েছে। প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্যোগ বাংলাদেশে অস্বাভাবিক নয়। বর্ণিত প্রকল্পটি উপকূলবর্তী চারটি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপকূলীয় জেলাগুলো (কথিত চারটি জেলাসহ) উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দ্বারা সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কথিত ঘূর্ণিঝড় দুটির দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতে করে কার্য সংগ্রহ বিলম্বিত হয়েছে; এবং সার্বিকভাবে প্রকল্প সমাপ্তি বিলম্বিত হয়েছে।

অন্য একটি কারণেও কার্য সংগ্রহ বিলম্বিত হয়েছে। প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় বাস্তব কাজের ১২টি কার্যাদেশ বরগুনা জেলায় বাতিল করা হয়েছে। কাজের অর্জিত অগ্রগতির মাত্রা কার্যাদেশ বাতিলের সময়ে যতটুকু ছিল তা চূড়ান্ত অর্জন (১০০%) ঘোষণা করে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। কার্যাদেশ বাতিল করা কার্যগুলোর কোন কোনটির অগ্রগতি ছিল শূন্য। ঠিকাদারগণের অদক্ষতা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ঘাটতি এ সকল কার্যাদেশগুলো বাতিল হওয়ার অন্যতম কারণ। স্থানীয় জনগণের কোনোরূপ অসহযোগিতা অথবা

বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের কোন বিরূপ আচরণ অথবা বিরাগ এতে কোন প্রভাব ফেলে নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয় নাই। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসাবে DANIDA কর্তৃক সেবা সংগ্রহের (পরামর্শক নিয়োগ করার) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রকল্পের প্রারম্ভ পর্যায় হতে পরামর্শকগণ দায়িত্ব পালন করেছেন/সেবা প্রদান করেছেন।

৩.২.৩ ব্যবস্থাপনা

ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জন, যাহা ইতিবাচক পরিবর্তন, উন্নয়ন অথবা সাধারণভাবে নাগরিক, পরিবেশ যা জীববৈচিত্র্যের জীবনমান উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যন্ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় - এরূপ কার্যক্রম বা প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব একজন অথবা একদল ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত করা বিজ্ঞানসম্মত এবং পৃথিবী ব্যাপি অনাধিকাল হতে অনুসৃত নিয়ম। নিয়ম-শৃংঙ্খলা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। সার্বিক বিবেচনায় একটি দপ্তর অথবা সংস্থার ব্যবস্থাপনা প্রশাসনের ব্যাপারে জনবল, উৎপাদন, অর্থায়ন, হিসাব এবং বাজারজাতকরণ - ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার সাথে বাজারজাতকরণ (marketing) উপাদানটি সরাসরি জড়িত নয়। কিন্তু অন্য উপাদানগুলো জড়িত রয়েছে। এই প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনার মান, দক্ষতা ও অদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য জনবল যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, প্রকল্পের কাজ গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা, অর্থায়ন যথাযথভাবে এবং সময়ানুসারে আনুপাতিক হারে হয়েছে কিনা; অর্থায়নের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা - এসব কিছু মুখ্য উপাদান হিসাবে বিচেনা করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি জনবলের সংস্থান এবং তাহাদের বেতনভাতার সংস্থান প্রকল্পের ডি,পি,পি,-তে সংস্থান করা ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যোগ্যতা ও (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) অভিজ্ঞতা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অপসারণ/ বরখাস্ত করা হয় নাই অথবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই মর্মে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অদক্ষতা ছিল না।

৩.২.৪ প্রকল্পের মেয়াদ

মূল পরিকল্পনায় প্রকল্পটি পাঁচ বছর মেয়াদে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১১ সালে সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরে প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ জুন ২০১৩ পর্যন্ত দুই বছর (৪০%) বৃদ্ধি করা হয়। পরে আরও এক বছর (২০%) মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি জুন ২০১৪ সময়ে সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সার্বিকভাবে অতিক্রান্ত সময়ের পরিমাণ ছিল ৬০%। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত Force Majure বিবেচনায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/পুনর্বাসনের প্রয়োজন বিবেচনায় মেয়াদ বৃদ্ধি যৌক্তিক প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি নং ৩.২ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ৩.২: প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পর্যায়/তথ্যাদি	প্রাক্কলিত শুরুর তারিখ (বাস্তব শুরুর তারিখ)	প্রাক্কলিত সমাপ্তির তারিখ (বাস্তব সমাপ্তির তারিখ)	মূল সময়ের তুলনায় অতিক্রান্ত সময় (%)
(ক) মূল	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১১ (৩০ জুন ২০১৪)	-
(খ) ১ম সংশোধিত	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১৩ (৩০ জুন ২০১৪)	৪০%
(গ) ২য় ও সর্বশেষ সংশোধিত	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১৪ (৩০ জুন ২০১৪)	৬০%
(ঘ) প্রকৃত	১ জুলাই ২০০৬	৩০ জুন ২০১৪ (৩০ জুন ২০১৪)	৬০%

৩.২.৫ প্রকল্পের ব্যয়

ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মূল ব্যয় প্রাক্কলনে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ছিল ৩০%। উন্নয়ন সহযোগীর অনুদানের মাত্রা ছিল ৭০%। অতঃপর প্রথম সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় প্রাক্কলন ছিল ৪২৫,৫২.৩৫ লক্ষ টাকা; এতে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ছিল ২১৩,০২.৩৫ লক্ষ টাকা বা ৫০%। দ্বিতীয় সংশোধনীতে সংশোধিত ব্যয় নিরূপিত হয়েছিল ৪৭৭,৭৩.৯৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ছিল ২৩১,৮৭.০৯ লক্ষ টাকা বা প্রায় ৪৮.৫৪%। মূল ব্যয়ের তুলনায় অতিক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি ছিল ৫৯% বেশি। দ্বিতীয় সংশোধিত ব্যয় প্রাক্কলনে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ৪৮.৫৪% যা মূল মোট ব্যয় প্রাক্কলনের তুলনায় প্রায় ৭৭.২৯%। সার্বিকভাবে এই প্রকল্পে মূল ব্যয় প্রাক্কলনের তুলনায় বাংলাদেশ সরকারের অনুদান প্রায় ১৫৮% বৃদ্ধি পেয়েছে অপর পক্ষে প্রকল্প সাহায্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.৭০% মাত্র। প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য সারণি নং **৩.৩** এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ৩.৩: প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়ের উৎস	মূল ব্যয়	১ম সংশোধিত ব্যয়	২য় ও সর্বশেষ সংশোধিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	মূল ব্যয়ের তুলনায় অতিক্রান্ত ব্যয় (%)
জিওবি	৯০,০০.০০	২১৩,০২.৩৫	২৩১,৮৭.৬৬	২৩১,৮৭.০৯	১৫৮%
প্রকল্প সহায়তা	২১০,০০.০০	২১২,৫০.০০	২৪৫,৮৬.৩১	২৪৫,৮৩.৮৫	১৭.০৭%
মোট	**৩০০,০০.০০**	**৪২৫,৫২.৩৫**	**৪৭৭,৭৩.৯৭**	**৪৭৭,৭০.৯৪**	**৫৯%**

প্রকল্পটি এলাকায় বাংলাদেশ সরকার ও DANIDA-র অর্থায়নে রাস্তা ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রকল্প হতে জনগণ আর্থ-সামাজিকভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রচার প্রচারণা জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) অনুসরণ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে তথ্যাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নের অংশের কাজের দরপত্র এলজিইডি-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রহণ/নিষ্পত্তি করেছেন। প্রকল্পের সাহায্যপুষ্ট অংশের কার্য ও সেবা সংগ্রহের কাজ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা DANIDA কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্ব স্ব জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী স্বীয় অধিক্ষেত্রের বাস্তব কাজের দরপত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নির্ধারিত মেয়াদে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে আহবান করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। অতঃপর সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক পি,পি,আর-২০০৮-এর সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসরণে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা দরপত্রগুলো পি,পি,আর-২০০৮-এর নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় এলজিইডি-এর ডেলিগেশান অব এডমিনিষ্ট্রেটিভ এন্ড ফাইনানসিয়াল পাওয়ার (Delegation of Adminstrative & Financial Power)-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রকল্প পরিচালক) দরপত্র নিষ্পত্তি করেছেন। পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যমতে পি,পি,আর-২০০৮ এবং সরকারের প্রযোজ্য নিয়ম অনুসরণপূর্বক পণ্য ও কার্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির প্রকল্প সাহয্যের অর্থায়ন ডেনমার্ক সরকার কর্তৃক করা হয়েছে। প্রকল্প সাহায্যের অর্থ DANIDA কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রকল্প সাহয্যের বাস্তব কাজগুলো DANIDA কর্তৃক পৃথকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্প সহায়তার অর্থায়নে এল,সি,এস, (LCS)-এর মাধ্যমে ৩.১০ মিলিয়ন কর্মদিবস বাস্তব কাজ করানো হয়েছে। মোট ১৭,০২৭টি নারী এল,সি,এস, গঠন করা হয়েছিল। এই নারীগণের ১৫,০০৪ জনকে (৮৮%) এফ,এফ,এস, (Farmers' Field School; FFS)-এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নারীগণের দ্বারা কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (Direct Procuement Method) করানো হয়েছে।

পণ্যগুলো প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক পিপিআর-২০০৮ এর নিয়ম অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয় করা হয়েছে মোট তিন লট (Lot)। এগুলো হলো: (১) যন্ত্রপাতি (ক্যামেরা/ প্রকৌশল সরঞ্জাম, রোলার, প্লেট কম্প্যাক্টর ইত্যাদি); (২) যানবাহন এবং (৩) আসবাবপত্র।

পণ্যগুলো প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক চারটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের অনুকূলে বন্টন করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য সংগ্রহ করা কার্য এবং সেবা সম্বন্ধে উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব কার্যগুলোর রুটিন বা দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। এরূপ রুটিন মেরামতের কোনো সুনির্দিষ্ট করা জনবল কর্তৃপক্ষের নাই।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সংগ্রহ করা পণ্য এবং কার্যচুক্তিগুলো পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে ঠিকাদারগণের সঙ্গে স্বাক্ষর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে ইপ্সিত পণ্য/কার্য সংগ্রহ করা দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদনকারী কর্মকর্তা অথবা তার দ্বারা দায়িত্ব অর্পিত কর্মকর্তার উপরে ন্যস্ত থাকে।

বরগুনা জেলায় কয়েকটি বাস্তব কাজের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছিল। কয়েকটি কাজ চুক্তি মূল্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সমাপ্ত ঘোষণা করে ১০০% ভাগ সমাপ্ত হিসাবে বিল চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কর্মকর্তাগণ সাধারণভাবে বলেছেন ঠিকাদারের অদক্ষতা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতাজনিত কারণে কাজের ইপ্সিত অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ায় কার্যাদেশ বাতিল করার প্রয়োজন হয়েছে।

সেবা সংগ্রহ: প্রকল্পটির কারিগরি সহায়তা (সেবা সংগ্রহ) ডেনিডা (DANIDA) কর্তৃক সরাসরি করা হয়েছে। এ খাতে বিদেশি একজন বিশেষজ্ঞ প্রকৃত ৭৫ জন-মাস সেবা প্রদান করেছেন। অন্য একজন বিদেশি উপদেষ্টা ১০ জন-মাস সেবা প্রদান করেছেন। সেবা খাতে দেশীয় বিশেষজ্ঞের প্রদানকৃত পরিমাণ ছিল ৮৩ জন-মাস।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। মূলত স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প পরিকল্পনায় উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রামীণ এলাকার ৫৯৩ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক এবং ১৩৩৯ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ ছাড়াও উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৫৫১ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা সংস্থান করা হয়েছিল। এই অবকাঠামোগুলোর সবই মূল যোগাযোগের প্রধান অবকাঠামো। পরিকল্পনাভুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবনার ৫৭ টি গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার ও গ্রোথ সেন্টার সবকটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের পূর্বে প্রকল্প এলাকার ২৭ টি উপজেলায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। কাঁচা রাস্তাগুলো ছিল ভূমি সমতল হতে সামান্য উচুঁ। ফলে বর্ষা মৌসুমে সেগুলো প্রায়ই পানিতে নিমজ্জিত হতো। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো ক্রমাগত নষ্ট হয়ে যেত। রাস্তার মাটি মজবুত না হওয়ার কারণে বিভিন্ন যানবাহন চলাচলে সেগুলোতে গর্তের সৃষ্টি হতো। প্রকল্প এলাকার কোন কোন রাস্তায় এমন কি ২০০ মিলিমিটার (৮ ইঞ্চি) গভীর গর্ত সৃষ্টি হতো। ফলে মাটির রাস্তা দিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল দুর্গম। এ সব রাস্তা দিয়ে সাইকেল এবং রিক্সা এবং ঠেলাগাড়ি ছাড়া যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করতে পারত না। এ কারণে কাঁচা রাস্তাগুলো দিয়ে যোগাযোগ ছিল ধীরগতির এবং সময় সাপেক্ষ।

পাশাপাশি বিদ্যমান পাকা সড়কগুলো ছিল সরু, রাস্তার পেভমেন্ট (Pavement) ছিল ভাঙ্গা। বিদ্যমান পুরানো পাকা সড়কগুলো ছিল অপ্রসস্থ। এগুলোতে টেকসই সেতু এবং কালভার্ট ছিল না। ফলে এ সব পাকা রাস্তা দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল মন্থর। যান্ত্রিক যানবাহন এ সব রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় দুর্ঘটনায় পতিত হতো। যাত্রীগণ এ সব সড়ক ভ্রমণের সময় মারাত্নক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতেন।

প্রকল্পের আওতায় ৫৯৩ কিঃমিঃ পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। কাঁচা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে ১৩৩৯ কিঃমিঃ; সেতু কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে ২৫৫১ মিটার। সড়কগুলো বিটুমিনাস পেভমেন্টের এবং এগুলো এলজিইডি এর কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদিত নকশা অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে। কাঁচা রাস্তাগুলোও কেন্দ্রীয়ভাবে নকশা ও নির্দেশ অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কাঁচা রাস্তার মাটি ৯৫% দৃঢ়করণ (Compaction) করে নির্মাণ করা হয়েছে। সেতু এবং কালভার্ট আরসিসি (Reinforced cement concreate) কাঠামো হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে প্রতীয়মান হয় প্রকল্পটি ভৌত কাঠামোর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করার ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-১: উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি মোতাবেক প্রায় শতভাগ অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নের চিত্র সারণি নং ৫.১ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৫.১: প্রকল্পের উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টারসহ ভৌত অবকাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের নাম	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন		
	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪
১. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ			
উপজেলা সড়ক:			
(ক) পাকা সড়ক	কি.মি.	১৬১	১৬১
(খ) কাঁচা রাস্তা	কি.মি.	৯০	৯০
(গ) সেতু ও কালভার্ট	মিটার	১১০০	১১০০
ইউনিয়ন সড়ক:			
(ক) পাকা সড়ক	কি.মি.	২০২	২০২
(খ) কাঁচা রাস্তা	কি.মি.	২০৬	২০৬
(গ) সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৬৮৬	৬৮৬
গ্রামীণ সড়ক:			
(ক) পাকা সড়ক	কি.মি.	২৩০	২৩০
(খ) কাঁচা রাস্তা	কি.মি.	১০৪৩	১০৪৩
(গ) সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৭৬৫	৭৬৫
২. হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং অন্যান্য:			
(ক) গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার ও গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন	সংখ্যা	৫৭	৫৭

৫.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-২ : প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার পুরুষ ও নারী জনগণের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধি করা

প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে উত্তরদাতারা বিভিন্ন উপকার ও সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। উত্তরদাতাদের ৭৩% বলেছেন তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৬ % বলেছেন এখন কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাত করা যায়, ৪৪% শতাংশ বলেছেন রোগীকে সহজে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া যাচ্ছে, ৩১% বলেছেন অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে অনেকের আয় বেড়েছে। গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়নের ফলে জনগণের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা হয়েছে। উত্তরদাতা দের ৫৫% বলেছেন: কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, বেকার সমস্যা দূর হয়েছে, আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি আদান-প্রদান সহজ হয়েছে, ব্যবসার সম্প্রসারণ হয়েছে, ব্যবসার উন্নতি হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় এলসিএস এর মাধ্যমে দুস্থ ও গরিব মহিলা সড়ক উন্নয়ন , মাটির কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছেন তাঁদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। ৮২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে ৭৪% হাসঁ-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন; ৬২% মহিলা শাক-সবজি এবং ১৪% ধানচাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন । কবুতর পালনের উপর ৯%, বৃক্ষরোপণের উপর ২১% এবং মাত্র ১% নারী মৌচাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাদের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের দক্ষতা বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছেন এবং অর্থ উপার্জন করছেন এবং তাদের পরিবারের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বেড়েছে – এমন তথ্য ১০০% নারী প্রদান করেছেন। এলসিএসভুক্ত নারীগণের আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য সারণি ৫.২ এ দেওয়া হলো।

নমুনাকৃত ৩৭৭ জন মহিলার মধ্যে ১১% এখন সংসারের/খানার প্রধান। তাঁদের অনেকেই বিধবা এবং স্বামী পরিত্যাক্তা। নারীগণের ৮২% বলেছেন তাঁরা নিজেরা হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু ও সবজি চাষ করছেন এবং তা হতে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ আয় করছেন। নারীগণের ৪২% বলেছেন তাঁরা দুই-একটি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার সদস্য হয়েছেন এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করছেন ; উপরন্ত শতভাগ নিয় মিত ঋণ পরিশোধ করছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার পুরুষ ও নারী জনগণের অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধির সংস্থান হয়েছে।

সারণি ৫.২: প্রকল্প থেকে এলসিএসভুক্ত নারীগণের আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	সংখ্যা	শতাংশ
প্রকল্পের অধীনে কতজন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন	৮২	১১
কী কী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন: (n=৮২)		
১. হাসঁ-মুরগি পালন	৬১	৭৪
২. শাকসবজি	৫১	৬২
৩. ধান চাষ	১১	১৩
৪. কবুতর পালন	৭	৯
৫. বৃক্ষরোপণ	১৭	২১
৬. মৌচাষ	১	১
৭. অন্যান্য	২	২
৮. প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবহার করে কোন আয় করছে	--	১০০
৯. পরিবারের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি (n=৭২০)	৬৪৭	৯০

৫.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৩ : গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের (network) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থায়িতব ও কার্যদক্ষতা (sustainability and efficiency) বৃদ্ধি করা

প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের স্থায়িত্ব ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে ৩,৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ঐ অর্থের ১০০% উক্ত উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে বেশ কয়েকটি অবকাঠামো মেরামতের কাজ পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের (network) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থায়িত্ব ও কার্যদক্ষতা (sustainability and efficiency) বৃদ্ধি হয়েছে। ভবিষ্যতে এলজিইডির মেরামত ম্যানুয়েল অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে। প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

৫.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৪ : পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের সুযোগ বৃদ্ধি করা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজনে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা অনুসারে পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে প্রকল্পে কৃষিজ দ্রবাদি পরিবহন খরচ কমেছে, যাতায়াতে সময় সাশ্রয় হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে, ছেলেমেয়েদের স্কুল যাতায়াত সহজ হয়েছে, পরিবহ ণ ব্যবস্থা দ্রুত হয়েছে, সড়ক যাতায়াত সহজতর হয়েছে, যান্ত্রিক যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে, দূরাঞ্চল হতে ব্যবহার্য পণ্যাদি পরিবহ ণ সহজতর হয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সহজ হয়েছে, পরিবহন কাজে কায়িক শ্রম কম প্রয়োজন হচ্ছে। প্রকল্পটির এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

৫.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৫: উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা

পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং উপকারভোগী জনগণের প্রদত্ত মতামত পর্যালোচনা করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। উত্তরদাতাদের ৫৪% এ ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে কৃষি উপকরণ পরিবহণ সহজতর হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের কারণে কৃষিকাজ সহজ হয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ৭৫% উত্তরদাতা।

৫.৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৬: প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা

প্রকল্প সহায়তার অর্থায়নে এল,সি,এস, (LCS)-এর মাধ্যমে ৩০ লক্ষ ১০ হাজার শ্রম দিবস বাস্তব কাজ করানো হয়েছে। মোট ১৭,০২৭টি নারী এল,সি,এস, গঠন করা হয়েছিল। এ নারীগণের ১৫,০০৪ জনকে (৮৮%) এফএফএস (Farmers' Field School; FFS)-এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

উত্তরদাতা ৩৭৭ জন নারীর ১৩০ জন (৩৫%) সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের কাজ এবং আয়বর্ধক কাজ করেন এবং বর্তমানে গড়ে ৬,৩৫০ টাকা আয় করেন। নারী উত্তরদাতার মধ্যে ৭৭% বলেছেন যে, তাঁদের নিজেদের অর্জিত আয় তারা নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারেন।

বেশির ভাগ নারী (প্রায় ৭৯%) বলেছেন যে, তারা নিজের স্বামীর আয় করা অর্থ হতে কিছু টাকা নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারেন এবং ৫৪% বলেছেন দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য তারা নিকটস্থ হাট বাজারে যেতে পারেন।

বিগত নির্বাচনে উত্তরদাতা নারীগণের ৯৩% ভোট দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্য হতে ৮৪% বলেছেন যে, তাঁদের নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিতে পেরেছেন।

উত্তরদাতা ৯৪% নারী বলেছেন যে, সন্তানদের লেখাপড়া অথবা রোজগারের ব্যাপারে তাঁ দের স্বামী তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৯% বলেছেন গহনা অথবা টাকা পয়সা অথবা জমিজমা মিলিয়ে তার নিজস্ব কিছু সম্পদ আছে।

প্রায় ৮২% উত্তরদাতা নারী বলেছেন যে, তাঁরা নিজেরা হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু ও সবজি চাষ করেছেন এবং তা হতে কিছু পরিমাণ অর্থ আয় করেছেন। নারী উত্তরদাতদের ৪২% দুই-একটি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার সদস্য হয়েছেন এবং তাঁরা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেছেন । কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা আহরণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করায় অর্জিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
SWOT Analysis

ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান-এই সবের সঙ্গে প্রকৃতিগতভাবে জড়িত থাকে বল বা সামর্থ্য (strength) এবং দুর্বলতা (weakness)। একটু বিস্তারিতভাবে বললে সামর্থ্যকে শক্তির উৎস, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, বলবত্ততা অথবা ন্যায্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পাশাপাশি দুর্বলতাকে ত্রুটি ও দোষ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেই সকল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় সেই উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হলে তা প্রকল্পের strength হিসাবে গণ্য; কিন্তু যদি ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জিত না হয় তবে তা প্রকল্পের দুর্বলতা হিসাবে বিবেচ্য হয়। একটি উন্নয়ন প্রকল্পের সামর্থ্য ও দুর্বলতার পাশাপাশি সুযোগ (opportunity) থাকে অথবা প্রকল্পটি সুযোগ সৃষ্টি করে; এবং ইহার ঝুঁকিও (threat) থাকতে পারে যাহাকে ''আসন্ন অমঙ্গালের সংকেত (an indication of coming evil)'' বলা যেতে পারে।

প্রকল্পটির SWOT অথবা শক্তিশালী দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকিগুলো পরামর্শকগণ উপরোক্তমতে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় এইগুলো নিম্নরূপ:

৬.১ শক্তিশালী দিক

- প্রকল্পটির প্রস্তাবনা যথাযথ ছিল।
- প্রকল্প প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান বাস্তব কার্যগুলোর ব্যাপারে জনগণের ব্যাপক চাহিদা/দাবি ছিল।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ স্থায়ী জনবলের সংস্থান ছিল।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দাপ্তরিক অবকাঠামো এবং ন্যূনতম যানবাহন প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ করার পূর্বে মজুদ ছিল।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল।
- প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রত্যেক অর্থ বছরে প্রয়োজন অনুসারে অর্থ বরাদ্দ ছিল; এবং চাহিদা অনুসারে তহবিল অবমুক্ত করা হয়েছিল।
- মাঠ পর্যায়ের চারজন নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরগুলোর সাথে প্রকল্প পরিচালকের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক দপ্তর ডিজিটাল পদ্ধতিতে যোগাযোগ এবং হিসাব সংরক্ষণ করতে পেরেছে।
- প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের জন্য এলজিইডি,-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিয়োজিত পরামর্শকগণ ছিলেন।
- প্রকল্পের প্রধান বাস্তব কার্যগুলো (পাকা এবং কাঁচা সড়ক) বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব হতে অবকাঠামো বিদ্যমান ছিল।
- প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের নির্মাণের জন্য স্থানীয়ভাবে শ্রমিকের প্রাপ্যতা পর্যাপ্ত ছিল।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রধান নির্মাণ সামগ্রী ছিল মাটি; এই দ্রব্যটি সহজে নিকটবর্তী স্থান হতে পাওয়া গিয়েছে।
- প্রান্তিক নারীগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে বিপুল শ্রম প্রদান করেছেন এবং প্রতিদিনই কাজ করেছেন।
- প্রকল্পের বাস্তব কাজ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়েছিল।
- প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

৬.২ দুর্বল দিক

প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো হলো:

- কসাইখানার বিষাক্ত গ্যাস নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।
- বাজার উন্নয়নের অংশ হিসাবে নির্মিত প্লাটফর্মগুলোর উপরে ছাউনি নির্মাণ করা হয়নি, এ কারণে এইগুলো বৃষ্টি এবং প্রখর রোদ নিরোধক হয়নি। এতে প্রান্তিক জনগণ পূর্ণ উপকার লাভে সক্ষম হচ্ছেন না।
- বাজার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট সংযোগ সড়কগুলো ''হেরিং বোনো বন্ড'' ইটের রাস্তা করা হয়েছে; এইগুলো পরিবর্তে সি,সি, সড়ক করা ভালো হতো।
- নির্মাণ করা ভবনগুলোতে বৃষ্টির পানি (Rain water) ধারণ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি।
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট নয়।
- প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নের জন্য কিছু পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে; এতে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

৬.৩ সুযোগ

প্রকল্পটি বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করেছে:

- সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। জনগণের যাতায়াতের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রুত হয়েছে।
- কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ, বাজারজাতকরণ, পরিবহন সহজতর হয়েছে।
- জনগণ কৃষিপণ্যের অধিকতর মূল্য পাচ্ছে; এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদন না হওয়া দ্রব্য সামগ্রীর প্রাপ্যতা সহজতর হয়েছে।
- পচনশীল কৃষিপণ্য, যেইগুলো গুদামজাত করে রাখার সুযোগ নেই, সেইগুলো দ্রুত অন্য স্থানে পরিবহণ করে নিয়ে যাওয়া এবং বিক্রি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- প্রামিত্মক নারী-পুরুষসহ সার্বিক ভাবে শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রান্তিক জনগণের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- সহজ অভিগম্য সৃষ্টিজনিত কারণে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য সেবা পাওয়ার সুযোগ সহজতর হয়েছে।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের একচেটিয়া সুযোগ গ্রহণ হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ জনগণের উপকার হয়েছে।

৬.৪ ঝুঁকি

সকল উন্নয়ন প্রকল্পেরই কিছু ঝুঁকি থাকে। এই সকল ঝুঁকি বিভিন্ন ধরনের বা প্রকৃতির হতে পারে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সময়ে প্রকল্পের ঝুঁকি পরীক্ষা করে দেখে সে সব ঝুঁকি (যদি থাকে) নিরসন করার পরিকল্পনা সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা একটি যৌক্তিক আগাম কৌশল মর্মে স্বীকৃত। এই সকল সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো যথাক্রমে- (১) পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকি, (২) রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ঝুঁকি, (৩) নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত ঝুঁকি; (৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যা মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার আওতাধীন নয়) ঝুঁকি; (৫) টেকসইহীনতার ঝুঁকি; (৬) জনগণের অসহযোগিতাজনিত ঝুঁকি; (৭) মামলা-মোকদ্দমাজনিত ঝুঁকি, ইত্যাদি।

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাকা সড়কের প্রায় ১০-২০% ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে ডিজাইন অনুসারে পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে তা টেকসই নয় মর্মে এলজিইডি-এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। বিশেষ করে ২৫ মিলিমিটার পুরু পেভমেন্টের উপরের ৭ মিলিমিটার পুরু ''সিল কোট'' (Seal coat) দীর্ঘ স্থায়ী না হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় মর্মে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের

Design টেকসই না হওয়ার কারণে এলজিইডি, ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে ''পেভমেন্ট ও সিল কোট''-এর পরিবর্তে ''নিবিড় কার্পেটিং'' (Dense carpeting) ডিজাইন অনুমোদন করেছে। সুতরাং প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত পাকা সড়কগুলো ঝুঁকিতে আছে। এইগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করার প্রয়োজন হবে।

- উপকূলীয় এলাকার ভূমির গড় উচ্চতা সমুদ্রতলের তুলনায় সামান্য উঁচু। বছরের বিভিন্ন সময়ে জমি ভরা কাটালের সময়ে নিমজ্জিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সময়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতার স্তর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে জমি অধিকতর গভীরতায় নিমজ্জিত হয়। এই অবস্থা হতে জমি, প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য উপকূলীয় এলাকাগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত করা আছে। কিন্তু দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বিধ্বস্থ হয়ে যায় এবং এলাকার অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ('সিডর' ঘূর্ণিঝড়ে এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল)। বরগুনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুরের চারটি জেলায় এরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা বেশি। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রকল্পের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। প্রকল্পের অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য উপকূলীয় বাঁধ মজবুত হওয়া এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়
সমীক্ষার (TOR) অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়গুলো উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

৭.১ উত্তরদাতার (প্রকল্প গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপ) আর্থ-সামাজিক পরিচিতি

এ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প গ্রুপ হতে ৮০০ জন এবং কন্ট্রোল গ্রুপ হতে ৪০০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্প গ্রুপের উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৪২৩ জন পুরুষ ও ৩৭৭ জন (৪৭.১৩%) নারী ছিলেন। কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের মধ্যে ২২৯ জন পুরুষ ও ১৭১ জন (৪২.৭৫%) নারী ছিলেন।

প্রকল্প গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপ পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যাঃ সারণি ৭.১ এ হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্প গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপ পরিবারের পুরু ষ সদস্যের গড় সংখ্যা যথাক্রমে ২.৫ এবং ৩.২ এবং মহিলা সদস্যের গড় সংখ্যা যথাক্রমে ২.৪ এবং ২.৮। উভয় গ্রুপের পরিবারের গড় সংখ্যা যথাক্রমে ৪.৯ এবং ৬.০।

সারণি ৭.১: প্রকল্প গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপ পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা

লিঙ্গের ধরণ	প্রকল্প গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ
পুরুষ সদস্যের গড়	২.৫	৩.২
মহিলা সদস্যের গড়	২.৪	২.৮
মোট গড়	৪.৯	৬.০

উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সারণি ৭.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.২: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত অবস্থা	প্রকল্প গ্রুপ		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১. নিরক্ষর	৮৯	১১.১	৭১	১৭.৮
২. ১ম-৫ম শ্রেণি	৩১৬	৩৯.৫	১৫৮	৩৯.৫
৩. ৬-৮ম শ্রেণি	১৮২	২২.৮	৯৪	২৩.৫
৪. এস.এস.সি	১৩৪	১৬.৮	৫২	১৩.০
৫. এইচ.এস.সি	৪৫	৫.৬	১৭	৪.২
৬. বি.এ	২১	২.৬	৮	২.০
৭. এম.এ	১৩	১.৬	-	-
মোট	৮০০	-	৪০০	-

উত্তরদাতার পেশা: সারণি ৭.৩ উত্তরদাতাদের পেশা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হলো।

সারণি ৭.৩: উত্তরদাতার পরিবারের পেশা

পরিবারের পেশা	প্রকল্প গ্রুপ		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১. কৃষিজীবী পরিবার	৩২২	৪০.৩	১৯৩	৪৮.৩
২. অকৃষিজীবী পরিবার	৩৭৪	৪৬.৮	১৪৫	৩৬.৩
৩. শিক্ষক	৯	১.১	৯	২.৩
৪. ধর্মীয় নেতা	৩	০.৪	২	০.৫
৫. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বর	৭	০.৯	৮	২.০
৬. চাকুরিজীবী	৬০	৭.৫	২০	৫.০
৭. মৎস্যজীবী	২৫	৩.১	২৩	৫.৮
মোট	৮০০	-	৪০০	-

উত্তরদাতাদের বার্ষিক গড় আয় , কৃষি ও বসত জমির গড় পরিমাণ : সারণি ৭.৪ এ উভয় গ্রুপের বার্ষিক পারিবারিক গড় আয় যথাক্রমে টাকা ২.১১ লাখ টাকা ও ১.৪১ লাখ টাকা। প্রকল্প গ্রহণকালে অর্থাৎ ২০০৬ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৬,১১৬ টাকা প্রকল্প শেষে ২০১৭ সালে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৪২,৪৯৭ টাকা হয়েছে। প্রকল্প গ্রুপের কৃষি জমির গড় পরিমাণ ০.৮৭ একর এবং বসত বাড়ির জমির পরিমাণ ০.১৯ একর। কন্ট্রোল গ্রুপের কৃষি জমির গড় পরিমাণ ০.৮৩ একর এবং বসত বাড়ির জমির পরিমাণ ০.১৭ একর। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কন্ট্রোল গ্রুপের চেয়ে প্রকল্প গ্রুপের পারিবারিক অবস্থান উন্নত।

সারণি ৭.৪: উত্তরদাতাদের বার্ষিক গড় আয় কৃষি ও বসত জমির গড় পরিমাণ

গ্রুপের ধরণ	প্রকল্প গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ
১. বার্ষিক গড় আয় (টাকা)	২১১,০৪৯	১৪১,৮২৮
২. কৃষি জমির গড় পরিমাণ (একর)	০.৮৭	০.৮৩
৩. বসত বাড়ির জমির পরিমাণ (একর)	০.১৯	০.১৭

৭.২ প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়গুলো

সড়ক ও অবকাঠামোর উন্নয়নের কারণে ব্যবহারকারীগণ বিভিন্ন ধরনের উপকার ও সুবিধা লাভ করেছে।

৭.২.১ সড়ক ও অবকাঠামোর উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব

গ্রামীণ সড়ক ব্যবহারকারী ৭২০ জন বিভিন্ন উপকার ও সুযোগ সুবিধার কথা জানিয়েছেন। উত্তরদাতা ৭২০ জন রাস্তা ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রায় ৬৯% বলেছেন যে, বর্তমানে কৃষি দ্রবাদির পরিবহণ খরচ পূর্বের তুলনায় কমেছে। উত্তরদাতাগণের ৮৪ % বলেছেন যাতায়াত সময় অনেক হ্রাস পেয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৪% বলেছেন রাস্তা উন্নয়নের কারণে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে। ৮০% বলেছেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াত সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয় হয়েছে; এবং ৩৯% বলেছেন সড়ক পথে যাতায়াত আরামদায়ক হয়েছে। উত্তরদাতাদের ৩০% বলেছেন যান্ত্রিক ও ভারি যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে পূর্বের তুলনায় কম সময় ও কম খরচে বেশি পরিমাণ বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাজারজাত করা সহজ হয়েছে। প্রায় ২০% উত্তরদাতা বলেছেন, এখন দূরাঞ্চল হতে ব্যবহার্য পণ্যাদি পরিবহণ সহজ হয়েছে । উত্তরদাতাদের ৪৪% বলেছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত দ্রুত হয়েছে এবং ১৩% উত্তরদাতা মনে করেন পরিবহণ কাজে শ্রমিকের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় কমে গেছে। অবকাঠামোর উন্নয়নের সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৭.৫ এ দেয়া হলো।

সারণি ৭.৫: সড়ক ও অবকাঠামোর উন্নয়নের কারণে ব্যবহাকারীর উপকার ও সুবিধা

উপকার ও সুযোগ সুবিধার ধরণ (n=৭২০)	সংখ্যা	শতাংশ
১. কৃষজ দ্রবাদি পরিবহন খরচ কমেছে	৪৯৬	৬৯.০
২. যাতায়াতে সময় কম লাগে	৬০৮	৮৪.৪
৩. ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে	৪৬১	৬৪.০
৪. ছেলেমেয়েদের স্কুল যাতায়ত সহজ হয়েছে	৫৭৯	৮০.৪
৫. পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুত হয়েছে	২৬৯	৩৭.৪
৬. সড়ক যাতায়াত আরামদায়ক হয়েছে	২৭৯	৩৮.৮
৭. যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে	২১৩	২৯.৬
৮. যাতায়ত সময় সাশ্রয় হয়েছে	২৭৩	৩৮.০
৯. কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাজারজাত সহজ হয়েছে	২৪৫	৩৪.০
১০. দূরাঞ্চল হতে ব্যবহার্য পণ্যাদি পরিবহন	১৪৬	২০.৩
১১. স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত	৩১৪	৪৩.৬
১২. পরিবহন কাজে কায়িক শ্রম কম লাগছে	৯২	১২.৮
১৩. অন্যান্য	১০	১.৪

(একাধিক উত্তর)

৭.২.২ কৃষিকাজ, আয় ও জীবন মানের উপর প্রভাব

উত্তরদাতাগণের ৮৩% বলেছেন, রাস্তা নির্মাণের কারণে বর্তমানে কৃষি দ্রব্যের মূল্য পূর্বের চেয়ে বেশি পাচ্ছেন এবং সমসংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন কৃষি কাজ সহজ হওয়াতে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । উত্তরদাতাগণের ৮৬% বলেছেন বর্তমানে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯০% মনে করেন রাস্তা ও সেতু কালভার্টের কারণে গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। এ সংক্রান্ত জরিপের তথ্য সারণি ৭.৬ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৭.৬: রাস্তার কারণে কৃষি কাজ, আয় ও জীবন মানের উন্নয়ন

কার্যক্রম (উত্তরদাতার মোট সংখ্যা=৭২০)	সংখ্যা	শতাংশ
১. উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যাদির মূল্য পূর্বের থেকে বেশি পাচ্ছেন	৫৯৪	৮২.৫
২. কৃষি কাজ সহজ হওয়াতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৯৪	৮২.৫
৩. আয় বৃদ্ধি পেয়েছে	৬২১	৮৬.৩
৪. জীবন-মানের উন্নয়ন হয়েছে	৬৪৮	৯০.০

উপকারভোগীদের জীবন মানের উপর প্রকল্পের প্রভাব চিত্র ৭.১ এ উপস্থাপন করা হলো

চিত্র ৭.১: কৃষি কাজ, আয় ও জীবন মানের উপর প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য

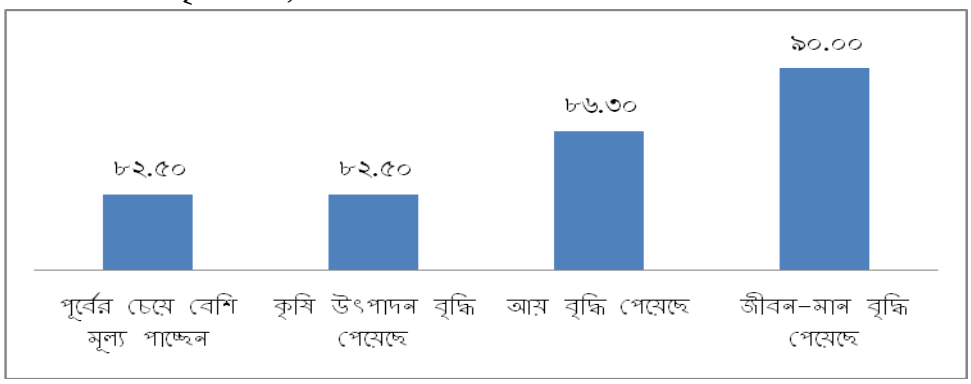

৭.২.৩ কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচের উপর প্রকল্পের প্রভাব

উত্তরদাতাদের ৫৮% মনে করেন কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ আগের তুলনায় কমেছে। পাশাপাশি ৩৫% বলেছেন, কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। অল্প সংখ্যক (৮%) উত্তরদাতা মনে করেন, কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ আগের মতই আছে। এ তথ্যাদি নিমেণ চিত্র নং ৭.২ এ উপস্থাপন করা হলো। জরিপের তথ্যাদি সারণি ৭.৭ এবং ৭.৮ এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৭.৭: কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচের উপর প্রকল্পে প্রভাব

আগের তুলনায় কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ	সংখ্যা	শতাংশ
১. বেড়েছে	২৫১	৩৫.০
২. কমেছে	৪১৫	৫৭.৬
৩. আগের মতই আছে	৫৪	৭.৫

চিত্র ৭.২: আগের তুলনায় কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ হ্রাস/বৃদ্ধি

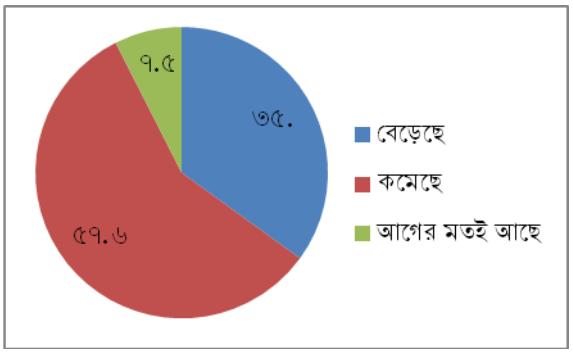

৭.২.৪ কৃষি, মৎস্য চাষ, পেশা ও প্রাণি সম্পদ-এর উপর প্রকল্পের প্রভাব

উত্তরদাতাগণের ৮৪% বলেছেন কৃষি সংক্রান্ত কাজ সহজ হয়েছে ; ৫৪% বলেছেন মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কাজ সহজ হয়েছে; ৮০% বলেছেন পেশা সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ হয়েছে এবং ৬৩% বলেছেন প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত কাজ সহজ হয়েছে যাহা সারণি ৭.৮ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৭.৮: কৃষি, মৎস্য চাষ, পেশা ও প্রাণি সম্পদ সংক্রান্ত কাজের উপর প্রকল্পের প্রভাব

কৃষি, মৎস্য চাষ, পেশা ও পানি সম্পদের উপর প্রভাব (n=৭২০)	সংখ্যা	শতাংশ
১. কৃষি সংক্রান্ত কাজ সহজ হয়েছে	৬০৫	৮৪.০
২. মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ হয়েছে	৩৯২	৫৪.৪
৩. পেশা সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ হয়েছে	৫৭৩	৮০.০
৪. প্রাণি সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ হয়েছে	৪৫০	৬২.৫

৭.২.৫ এলসিএসভুক্ত নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজকর্মের উপরে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পের আওতায় এলসিএস-এর মাধ্যমে দুস্থ ও গরিব নারীরা সড়ক উন্নয়ন , মাটির কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছেন তাদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। ৮২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী ৭৪% হাসঁ -মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ; ৬২% নারী শাক-সবজি চাষ; ১৪% ধানচাষের উপর; ৯% কবুতর পালনের উপর ; ২১% বৃক্ষরোপণের উপর এবং ১% মৌচাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন প্রশিক্ষেণের প্রাপ্ত দক্ষতা সবাই বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছেন এবং আর্থিক উপার্জন করছেন। সারণি ৭.৯ নং এ প্রদর্শন করা হলো।

সারণি ৭.৯: এলসিএসভুক্ত নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজকর্মের উপরে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পের প্রশিকক্ষণ (n=৭২০)	সংখ্যা	শতাংশ
প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী	৮২	১১.৪
প্রশিক্ষণ পাওয়া বিষয়াদি (n=৮২)		
১.হাসঁ-মুরগি পালন	৬১	৭৪.৪
২. শাকসবজি	৫১	৬২.২
৩. ধান চাষ	১১	১৩.৪
৪. কবুতর পালন	৭	৮.৫
৫. বৃক্ষরোপণ	১৭	২০.৭
৬. মৌচাষ	১	১.২
৭. অন্যান্য	২	২.৪
৮. প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবহার করে কোন আয় করছে	--	১০০.০
৯. পরিবারের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি (n=৭২০)	৬৪৭	৯০.০

৭.৩ প্রকল্পের অবকাঠামোর গুণগতমান ও বর্তমান অবস্থা

প্রকল্পের রাস্তা ও ব্রিজ /কালভার্ট ও রোপণকৃত বৃক্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ৫৪% বলেছেন বর্তমানে রাস্তার অবস্থা মোটামুটি ভাল। উত্তরদাতাগণের ৩৪%-এর দৃষ্টিতে রাস্তার বর্তমান অবস্থা ভাল; ১৫% ব্যবহাকারী বলেছেন বর্তমানে রাস্তার কিছু কিছু জায়গা খারাপ অবস্থায় আছে। রাস্তার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সময়মত হয় না বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

প্রায় ৫৯% উত্তরদাতা বলেছেন বর্তমানে সেতু ও কালভার্টের অবস্থা ভাল । উত্তরদাতাদের ৬% বলেছেন বর্তমানে ব্রিজ ও কালভার্টের কিছু কিছু জায়গা খারাপ অবস্থায় আছে। শেষোক্ত উত্তরদাতাগণ সেতু, কালভার্টের এপ্রোচ সংক্রান্ত ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৭.১০ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.১০: রাস্তা ও ব্রিজ/কালভার্ট বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত মতামত

অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা	ভাল (%)	মোটামুটি ভাল (%)	খারাপ (%)
১. রাস্তার বর্তমান অবস্থা (n=৭২০)	৩১.০	৫৪.০	১৫.০
২. ব্রিজ ও কালর্ভাটের বর্তমান অবস্থা (n=৪৪৩)	৫৯.০	৩৫.৪	৫.৬
৩. রোপণকৃত বৃক্ষের বর্তমান অবস্থা (n=১৪৮)	৪৪.০	৫৩.৪	২.৭

রাস্তা ও ব্রিজ ও কালভার্টের কাজের গুণগতমান সম্পর্কে উত্তরদাতগণের মতামত: সারণি ৭.১১ উপস্থাপন করা হলো। উত্তরদাতাগণের ৪২% বলেছেন রাস্তার কাজের মান ভাল, ৫২% ব্যবহারকারীর দৃষ্টিতে রাস্তার কাজের গুণগতমান মোটামুটি ভাল হয়েছে; ৬% উত্তরদাতা বলেছেন রাস্তার কাজের গুণগতমান খারাপ ছিল। ব্রিজ ও কালভার্ট ব্যবহাকারীগণের ৪৭% ব্রিজ ও কালভার্টের কাজের গুণগতমান ভাল বলেছেন। অপর পক্ষে ৪৭%ব্যবহারকারীর দৃষ্টিতে ব্রিজ ও কালভার্ট কাজের মান মোটামুটি ভাল হয়েছে এবং ৬% উত্তরদাতা মতে ব্রিজ ও কালভার্টের কাজের মান খারাপ ছিল।

সারণি ৭.১১: রাস্তা ও ব্রিজ ও কালভার্টের কাজের মান সম্পর্কিত মতামত

অবকাঠামোর কাজের মান (n=৭২০)	ভাল (%)	মোটামুটি ভাল (%)	খারাপ (%)
১. রাস্তার কাজের মান	৪২.০	৫২.০	৬.০
২. ব্রিজ ও কালভার্টের কাজের মান	৪৭.০	৪৭.০	৬.০

৭.৪ রোপণকৃত বৃক্ষের ব্যাপারে উপকারভোগীদের মতামত

উত্তরদাতাদের ১৯% বলেছেন, তাদের প্রকল্পভুক্ত রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। উত্তরদাতাগণের ৫৩% এর দৃষ্টিতে গাছগুলো মোটামুটি ভাল আছে; ৪৪% এর মতে গাছগুলোর বর্তমান অবস্থা ভাল। প্রায় ৩% উত্তরদাতা মনে করেন গাছগুলোর বর্তমান অবস্থা খারাপ। তাঁদের মতে বেশ কিছু গাছ যত্নের অভাবে বড় হচ্ছে না এবং মৃত্যুপ্রায় অবস্থায় আছে।

উত্তরদাতাগণের ৭২% বলেছেন প্রকল্পভুক্ত রাস্তার দুপাশে গাছের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং ২৮% উত্তরদাতা মনে করেন গাছের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। উত্তরদাতাগণের ২৬% শতাংশ বলেছেন যে, রোপণকৃত বৃক্ষে তাদের অংশীদারিত্ব আছে। তাঁরা বলেছেন রোপণকৃত বৃক্ষের মালিকানায় তাদের প্রায় ৫% হতে ৩০% অংশীদারিত্ব আছে। বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ও মালিকানা সংক্রান্ত জরিপের তথ্যাদি সারণি ৭.১২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.১২: বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা এবং মালিকানা অংশ সংক্রান্ত জরিপের তথ্য

বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ও মালিকানা (n=১৪৮)	হ্যাঁ (%)	না (%)
১. বৃক্ষের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয়	৭১.৬	২৮.৪
২. রোপণকৃত বৃক্ষে অংশ আছে	২৫.৭	৭২.৩
৩. বৃক্ষের মালিকানায় অংশ	৫% থেকে ৩০%	

৭.৫ জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্পে প্রভাব

জমি অধিগ্রহণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার বিষয়টি প্রকল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উত্তরদাতাগণের ১৮৬ জন জানিয়েছেন রাস্তা তৈরিতে জমি অধিগ্রহণের ফলে এবং অন্যভবে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে মাত্র ২১ জন (১২%) আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এ বিষয়টি প্রকল্পের প্রভাব হিসাবে ইতিবাচক হয়নি। সারণি ৭.১৩ এ জরিপের ফল উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.১৩: জমি অধিগ্রহণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কারণে ক্ষতিপূরণের প্রাপ্তি

জেলা	জমি অধিগ্রহণ বা ক্ষতিগ্রস্ত (%)		ক্ষতিপূরণ পাওয়া (%)	
	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১. বরগুনা	৯১	৫০.৬	১	১.১
২. পটুয়াখালী	২৮	১২.৭	১	৩.৬
৩. লক্ষ্মীপুর	৪৫	৩০.০	৮	১৭.৮
৪. নোয়াখালী	২২	১৩.০	১১	৫০.০
সর্বমোট	১৮৬	২৫.৮	২১	১১.৮

৭.৬ প্রকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা

প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রকল্পটির একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই ব্যাপার জরিপকৃত উত্তরদাতাদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৭.১৪ এ প্রদান করা হলো

সারণি **৭.১৪: মহিলা উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা**

শিক্ষাগত অবস্থা (n=৩৭৭)	**সংখ্যা**	**শতাংশ**
১. নিরক্ষর	৬৩	১৭.০
২. ১ম-৫ম শ্রেণি	১৬৪	৪৪.০
৩. ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণি	৭৬	১৯.৫
৪. এস.এস.সি	৫১	১৩.৫
৫. এইচ.এস.সি	১৫	৪.০
৬. বি.এ	৮	২.০
৭. এম.এ	-	-
মোট	৩৭৭	-

উত্তরদাতা ৩৭৭ জন নারীর ১৩০ জন (৩৫%) বলেছেন তাঁরা সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের কাজ এবং আয়বর্ধক কাজ করেন এবং এখন মাসে গড়ে ৬,৩৫০ টাকা আয় করেন এবং ৭৭% বলেছেন যে, তাঁদের নিজেদের অর্জিত আয় তাঁরা নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারেন।

উত্তরদাতাগণের ৭৯% বলেছেন যে, তাঁরা নিজের স্বামীর আয় করা অর্থ হতে কিছু অর্থ নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারেন এবং ৫৪% বলেছেন, দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য নিজেরা তাঁ রা নিকটস্থ হাট বাজারে যেতে পারেন।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে উত্তরদাতাগণের ৯৩% ভোট দিয়েছেন এবং তাঁদের ৮৪% বলেছেন যে, তাঁদের নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিতে পেরেছেন।

উত্তরদাতাগণের ৯৪% বলেছেন, সন্তানদের লেখাপড়া অথবা রোজগারের ব্যাপারে তাদের স্বামী তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং ৭৯% বলেছেন, গহনা অথবা টাকা পয়সা অথবা জমিজমা মিলিয়ে তাঁদের নিজস্ব কিছু সম্পদ আছে।

উত্তরদাতাগণের ৮২% বলেছেন তাঁরা নিজেরা হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু পালন করেন এবং শাক সবজি চাষ করেছেন এবং তা হতে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ আয় করেছেন। নারীগণের ৪১% দুই-একটি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার সদস্য হয়েছেন এবং তাঁরা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেছেন ও নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন। নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে প্রকল্পটির প্রভাব ইতিবাচক।

৭.৭. **পরিবেশ, শিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকল্পের প্রভাব**

মোট ৮০০ জন উত্তরদাতার ৭৬% বলেছেন যে, গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে পরিবেশের উন্নতি হয়েছে এবং ৭৩ % বলেছেন কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। উত্তরদাতাগণের ৮১ % বলেছেন রাস্তার উন্নয়নের ফলে শিশুরা ভালোভাবে স্কুলে যাতায়াত করতে পারে।

উত্তরদাতাগণের ৫৮% বলেছেন, এখন এলাকার লোকজন ভালভাবে এবং কম সময়ে সেবাকেন্দ্রে যেতে পারেন, ৪৬% বলেছেন এখন কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাত করা যায় এবং ৪৪% বলেছেন রোগীকে সহজে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া যাচ্ছে । উত্তরদাতাগণের ৩১% বলেছেন, অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে অনেকের আয় বেড়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব ইতিবাচক। সমীক্ষা তথ্যাদি সারণি ৭.১৫ এ প্রদর্শন করা হলো।

সারণি **৭.১৫:** সড়ক ও অবকাঠামোর উন্নয়নের কারণে জনগণের উপকার ও সুবিধা

উপকারের ধরণ (n=৮০০)	সংখ্যা	শতাংশ
১. পরিবেশের উন্নতি হয়েছে	৬০৫	৭৬.০
২. কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে	৫৮০	৭৩.০
৩. শিশুরা ভালভাবে স্কুলে যেতে পারে	৬৪৫	৮১.০
৪. এলাকার লোকজন ভালভাবে/কম সময়ে সেবা কেন্দ্রে যেতে পারে	৪৬৩	৫৮.০
৫. কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাত করা যায়	৩৬৪	৪৬.০
৬. রোগী সহজে হাসপাতালে নেয়া যায়	৪৪৪	৫৬.০
৭. আয় বেড়েছে	২৫০	৩১.০
৮. অন্যান্য	২১	৩.০

৭.৮ ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত মতামত

উত্তরদাতাগণের ৯৮%-এর দৃষ্টিতে ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প গ্রহণ সমর্থনযোগ্য। অপরপক্ষে অবশিষ্ট ২% উত্তরদাতা এ ব্যাপারে নেতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে এ ধরণের প্রকল্পে গ্রামের অনেক গরিব জনগণের চাষের জমির ক্ষতি হয় এবং তারা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পা ন না। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প (রাস্তা) বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকার জনমত ও ইচ্ছাকে বিবেচনায় আনা উচিত মর্মে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

৭.৯ প্রকল্প গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনামূলক অবস্থান

কন্ট্রোল গ্রুপের ৪০০ উত্তরদাতার ১০০% বলেছেন গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুবিধাদি তাঁ রা পান না। তাঁরা বলেছেন, প্রকল্পের সুবিধা না পাওয়ার কারণে তাঁ দের জীবনমান পিছিয়ে রয়েছে।

কৃষিজ দ্রব্যা দি সহজে বাজারজাত করার সুবিধা : কন্ট্রোল গ্রুপের প্রায় ২০% উত্তরদাতা বলেছেন, কৃষিজ পণ্যাদি বাজারজাত করার অবস্থা আগে যেমন ছিল তার চেয়ে বর্তমানে সহজ ও সাশ্রয়ী হয়েছে।

বাজারে কৃষি পণ্য নেওয়ার সম য় ও কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ : প্রকল্প গ্রুপের ৯৩% উত্তরদাতা বলেছেন বাজারে কৃষি পণ্য নেওয়ার সময় কমেছে এবং তাঁ দের ৭% বলেছেন অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। প্রকল্প গ্রুপের ১০০% মনে করেন কৃষি উৎপাদন বেড়েছে ; কারণ দ্রুত পরিবহন , গ্রোথ সেন্টারে বাজারজাত সুবিধা , কৃষি পণ্যের ভাল দামের প্রাপ্তি ও উপজেলা কৃষি অফিস থেকে শস্যা দির রোগবালাই নিরসনের দ্রুত পরামর্শ তাঁদেরকে কৃষি উৎপাদনে উৎসাহিত কর ছে। ইহা প্রকল্পে র উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক প্রভাব বলে তাঁরা মনে করেন।

অপরপক্ষে কন্ট্রোল গ্রুপের ৬৮% উত্তরদাতা মনে করেন উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়ার সময় আগের মতই আছে, ১৫% জানিয়েছেন এখন বাজারের নেওয়ার সময় আগের চেয়ে বেশি লা গে এবং ১৭% বলেছেন উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার সময় এখন আগের চেয়ে কমেছে। কন্ট্রোল গ্রুপের ৫৫% মনে করেন কৃষি জমিতে উৎপাদনের হার আগের মতই আছে এবং মাত্র ৩৫% জানিয়েছেন উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে এবং আর ১০% মনে করেন তাদের কৃষি উৎপাদন কমে ছে। এ সংক্রান্ত সমীক্ষার তথ্য সারণি ৭.১৮ এ এবং চিত্র ৭.৩ এবং চিত্র ৭.৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.১৮: বাজারে কৃষি পণ্য নেওয়ার সময় ও কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত মতামত

	প্রকল্প গ্রুপ %	কন্ট্রোল গ্রুপ %
বাজারে কৃষি পণ্য নেওয়ার সময়:		
১. বেড়েছে	-	১৫
২. কমেছে	৯৩	১৭
৩. আগের মতই আছে	৭	৬৮
কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ:		
১. বেড়েছে	১০০	৩৫
২. কমেছে	-	১০
৩. আগের মতই আছে	-	৫৫

চিত্র ৭.৩: বাজারে কৃষি পণ্য নেওয়ার সময় বেড়েছে/কমেছে

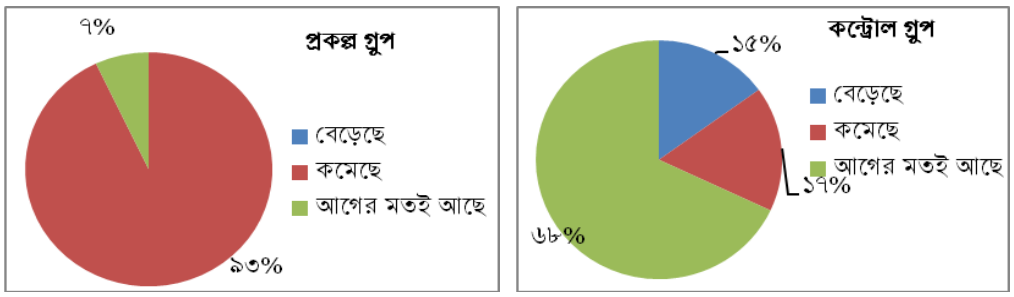

চিত্র ৭.৪: কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে/কমেছে

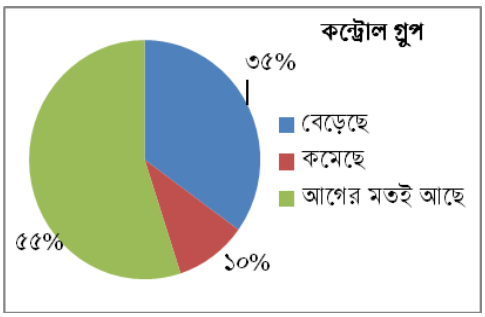

৭.১০ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বের অবস্থান

প্রকল্প গ্রুপের ৫৩% উত্তরদাতা বলেছেন যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কমেছে , ৩৫% বলেছেন মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব বেড়েছে। তাঁ দের অনেকের ধারণা রাস্তা ও অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে কৃষি উৎপাদনের ধরন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষীদের নিজেদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়না বিধায় মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। কন্ট্রোল গ্রুপের ৩৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমেছে, ২৫% প্রভাব কমেছে এবং ৩৯% উত্তরদাতা বলেছেন মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব আগের মতই আছে। এ জরিপের তথ্য সারণি ৭.১৯ এ এবং চিত্র ৭.৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.১৯: উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বের অবস্থান

মধ্যস্বত্বের প্রভাব	প্রকল্প গ্রুপ %	কন্ট্রোল গ্রুপ %
১. কমেছে	৫৩.০	৩৬.০
২. বেড়েছে	৩৫.০	২৫.০
৩. আগের মতই আছে	১২.০	৩৯.০

চিত্র ৭.৫: উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বের অবস্থান বেড়েছে/কমেছে

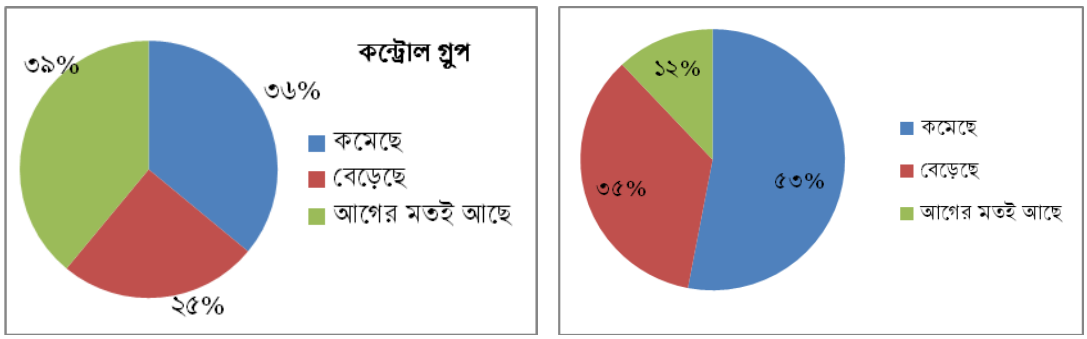

৭.১১ গ্রোথ সেন্টার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

গ্রোথ সেন্টার ব্যবহারকারীগণের ৬৫% মনে করেন যে, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের ফলে দ্রুত কাঁচা মাল বিক্রি করা যাচ্ছে; ৬৮% বলেছেন এখন কৃষি ও প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করা যায় এবং গ্রোথ সেন্টারের কারণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ৪৮% বলেছেন কৃষি পণ্যের (ধান, পাট, সবজি) ভাল/লাভজনক মূল্য পাওয়া যায়, ফলে তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরদাতাদের ৫% বলেছেন যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরদাতাগণের ১৩% বলেছেন গ্রোথ সেন্টারের কারণে সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। এদের ১০% বলেছেন গ্রোথ সেন্টারের কারণে এলাকায় কিছু সংখ্যক যুবকের কর্ম সংস্থান হয়েছে। উত্তরদাতাগণের যথাক্রমে ১৭% এবং ২৭% বলেছেন কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে এবং কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি সারণি ৭.২০ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.২০: গ্রোথ সেন্টারের উপকার ও সুবিধা সম্পর্কে গ্রোথ সেন্টার ব্যবহারকারীদের মতামত

সুবিধা ও উপকারের ধরণ (n=৬০)	**সংখ্যা**	**শতাংশ**
১. কাঁচা মাল দ্রুত বিক্রি করা যায়	৩৯	৬৫.০
২. কৃষি ও প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করা যায়	৪১	৬৮.৩
৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে	৪১	৬৮.৩
৪. কৃষি পণ্যের ভাল/লাভজনক মূল্য পাওয়া যায়	২৯	৪৮.৩
৫. আয় বৃদ্ধি পেয়েছে	২৯	৪৮.৩
৬. যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে	৩	৫.০
৭. উৎপাদিত কৃষি পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে	৯	১৫.০
৮. সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে	৮	১৩.৩
৯. এলাকার বেকারত্ব কমেছে	৬	১০.০
১০. কমমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া যায়	১৬	২৬.৭
১১. কৃষি উপকরণ ও কাঁচামাল খুব সহজে বাজারজাত করা যায়।	১০	১৬.৭
১২. ব্যবসা করে সংসার ভাল চলে	২৪	৪০.০
১৩. কৃষি দ্রব্যাদি আগের মত নষ্ট হয় না	৫	৮.৩
১৪. কীটনাশক, সার, বীজ ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায়	২	৩.৩
১৫. মালামাল বহনে সুবিধা হয়েছে	৬	১০.০
১৬. গ্রোথ সেন্টার হওয়ার কারণে পরিবারের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বেড়েছে	৫৫	৯১.৭

৭.১২ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে জনগণের উপকার সম্পর্কিত মতামত

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুযোগ ও সুবিধা সম্পর্কে উত্তরদাতাগণের মতামত সারণি ৭.২১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। উত্তরদাতাগণের ৫৫% বলেছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনগুলোতে ভালোভাবে বসার ব্যবস্থা হয়েছে, ২০% বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন হওয়াতে তথ্যের আদান প্রদান সহজতর হয়েছে। উত্তরদাতাদের ৯৫% বলেছেন, বয়স্ক ভাতা, রিলিফ ভাতা, জন্ম নিবন্ধন ও চারিত্রিক সনদপত্র যথা সময় পাওয়া যাচ্ছে ।

ছোটখাটো বিচারের জন্য নতুন ভবন খুবই কার্যকর হয়েছে মর্মে ২৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন এবং এর ফলে এখন বাদী ও বিবাদীকে কোন বড় আদালতে যেতে হয় না।

উত্তরদাতাগণের ২২% এর মতে এখন কৃষি, মৎস্য, জমি, প্রাণিসেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে প্রয়োজনীয় পরার্মশ ও সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। উত্ত রদাতাগণের মধ্যে ১০% বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে দরখাস্ত (চাকরির আবেদন ফর্ম,পাসপোর্টের আবেদন, কলেজ ভর্তির ফর্ম পুরণ ইত্যাদি) করা যায়। এছাড়াও ২০% বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নারীদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৭.২১: ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণে উপকার ও সুবিধা সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের মতামত

সুবিধা ও উপকারের ধরন	সংখ্যা	শতাংশ
১. বসার ভাল ব্যবস্থা হয়েছে	১১	৫৫.০
২. তথ্য আদান প্রদান সহজ হয়েছে	৪	২০.০
৩. বয়স্ক ভাতা, রিলিফ ভাতা, জন্ম নিবন্ধন, চারিত্রিক সনদপত্র পাওয়া যায়	১৯	৯৫.০
৪. চল্লিশ দিনের কর্ম সূচিতে মাটি কাটার কাজ করা যায়	৬	৩০.০
৫. ছোট খাট বিচারের জন্য ভবন হয়েছে	৫	২৫.০
৬. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে	১	৫.০
৭. কৃষি, মৎস, জমি, পশু সেবা পাওয়া যায়	৫	২৫.০
৮. তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় দরখাস্ত করা যায়	২	১০.০
৯. সব ধরনের সেবা পাওয়া যায়	৩	১৫.০
১০. মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে	৪	২০.০
১১. ভাল পরিবেশে কাজ করা যায়	১	৫.০
১২. এলাকার ও জনসাধারনের জমি জরিপ, খানা জরিপ, ভৌগলিক সুবিধা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়	২	১০.০

৭.১৩ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসশনে (FGD) অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও পর্যালোচনা

এফজিডি করার উদ্দেশ্য ছিল রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট, হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার ও ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণের পূর্বের তুলনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন বিষয়াদি সম্পর্কে দলগত আলোচনা য় অংশগ্রহণকারীদের মতামত এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। এফজিডি-তে প্রকল্পের সুবিধাভোগী পুরুষ, নারী, কন্ট্রোল গ্রুপ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪ টি জেলার ১৪ টি উপজেলা এলাকায় ১টি করে এফজিডি মিটিং করা হয়েছে। এফজিডি-এর নির্দেশনা (guideline) মোতাবক গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নের বিষয়গুলো জনগণের মতামত ও পর্যবেক্ষণ নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো।

রাস্তা করার পূর্বের সমস্যা/অসুবিধাসমূহ: রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের পূর্বে গ্রামীণ এলাকায় উন্নত, দ্রুত এবং যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করতে পারতো না। এর ফলে চাষীদের জমির ফসল বিক্রি করতে হলে বেশি টাকা ভাড়া ও বেশি সময় লাগত। গরিব কৃষকরা সময় মত হাটবাজারে যেতে না পারার কারণে কৃষি পণ্যের লাভজনক মূল্য পেত না। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না থাকার কারণে আধুনিক কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতনা। ছেলে মেয়েদের স্কুল যেতে অনেক খরচ ও বেশি সময় লাগত, অনেক ছেলে মেয়ের অভিভাবকদের ইচ্ছা এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উপজেলা সদরে ভাল স্কুল ও কলেজে পড়ার সুযোগ পেত না। ভাল রাস্তা ও দ্রুত যানবাহনের চলাচল না থাকার কারণে জটিল রোগী এবং গর্ভবতী মায়েদের যথাযথ সময় হাসাপাতালে নেয়া যেত না বিধায় মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি বেশি ছিল। পূর্বে ভাল ও উন্নত রাস্তাঘাট না থাকার কারণে প্রকল্প এলাকায় দোকান পাট, কমিউনিটি ক্লিনিক, হাট বাজার, স্কুল ও কলেজ, মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল না বিধায় এলাকায় কর্মব্যবস্থা ছিল না এবং যুবকরা কর্মহীনভাবে সময় কাটাত।

রাস্তা উন্নয়ন করার পর সুবিধাসমূহ: রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন করার ফলে জনগণ তাদের নিজ এলাকা বা উপজেলার প্রত্যেক অঞ্চলের সাথে আরেক অঞ্চলের অবস্থিত ছোট বাজার বা অন্য উপজেলা শহরের সাথে এখন সহজেই যোগাযোগ করতে পারছে। এতে তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় অনেক কমে গেছে। গ্রামীণ দরিদ্র ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগের ফলে তাদের আর্থিক

অবস্থার স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে এলাকার বেকার যুবকেরা এখন সিএনজি, অটো-রিক্সা চালিয়ে ভাল আয়ের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক অবস্থা উন্নত করেছে। প্রান্তিক গ্রামের ছেলে মেয়েরা এখন কম খরচে উপজেলা সদরে ভাল স্কুল ও কলেজে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামের সাধারণ রোগী এবং গর্ভবতী মায়েরা এখন উপজেলা/জেলায় যেয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে এবং এর ফলে মা ও শিশু মৃত্যু হার কমে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে কৃষকরা আধুনিক কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি ব্যবহার ও কৃষি অফিস হতে শস্যের রোগবালাই হতে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পরার্মশ সহজে পাচ্ছে বিধায় তারা অধিক কৃষি উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছে। এবং ভাল রাস্তা ও দ্রুত যানবাহনের কারণে কৃষকরা তাদের কৃষিজ দ্রব্যাদির লাভজনক মূল্য পাচ্ছে। রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ চলে আসাতে শিক্ষিত যুবকরা হাসঁ-মুরগি, মাছ ও ছাগল ও গরু পালনে উৎসাহিত হয়েছে।

ব্রিজ/কালভার্ট করার পূর্বে এলাকার অবস্থা/সমস্যাসমূহ: পূর্বে গ্রামীণ এলাকায় ব্রিজ/কালভার্ট না থাকাতে বিভিন্ন জায়গা যাওয়া বা কৃষি পণ্য নৌকা বা ট্রলার মাধ্যমে আনা নেওয়া করতে চাষী ও ব্যবসায়ীদের অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। জোয়ার ভাটা ও পানি নিষ্কাশনের অভাবে অনেক অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো ও লবণাক্ততার কারণে কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা কমে যেত এবং চাষীরা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ফলে কৃষক ও স্থানীয় লোকজনের জীবনযাপনের মান খুব নিম্নস্তরে ছিল।

ব্রিজ/কালভার্ট করার পর এলাকার সুবিধাসমূহ: বর্তমানে পরিকল্পিত ভাবে ব্রিজ, কালর্ভাট তৈরির করার ফলে কৃষি পণ্য ও অন্যান্য মালামাল দ্রুত নিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে এবং ফলে তাদের পচনশীল কৃষি পণ্য, মাছ ও দুধ দ্রুত বিক্রি করে লাভজনক মূল্য পাচ্ছে। এলাকার জনগণ বিভিন্ন প্রকার সেবা অতি তাড়াতাড়ি নিতে পারছে যার কারণে তাদের জীবনযাত্রা মান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিজ/কালভার্টগুলো যথা স্থানে হওয়াতে পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ফলে ফসলের ক্ষতি কমেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবাদি জমির জন্য পর্যাপ্ত সার পাওয়ার সুযোগ ও সুবিধাসমূহ: রাস্তা ও যানবাহন চলাচল ভাল হওয়াতে আবাদি জমির জন্য কৃষকরা শহর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার যথাসময়ে আনতে পারছে এবং দ্রুত ও কম সময়ে হাতের কাছে সার ও কীটনাশক পাওয়াতে উহা যথাসময়ে জমিতে ব্যবহার করতে পারছে বিধায় তাদের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/কৃষি অফিস থেকে কৃষি রোগবালাই পরামর্শ সহজেই পাওয়া যাচ্ছে বিধায় তাদের শস্যের ক্ষতি কমেছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের বর্ধিত সুবিধাসমূহ: যান্ত্রিক যানবাহনের/পরিবহনের কারণে অতি কম সময়ে উপজেলা/জেলা শহর থেকে নিত্য প্রযোজনীয় জিনিস ক্রয় করা যায় এবং এতে খরচ বাচে, দাম সাশ্রয় হয়। এক জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার সুবিধা বাড়ছে।

সকল সুযোগ সুবিধাগুলো ধরে রাখার ব্যবস্থা: দলগত আলোচনার অংশগ্রহণকারীদের ধারণা মতে সময়মত রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট এবং গ্রোথ সেন্টারের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ করে যেতে পারলে এ প্রকল্পের উন্নয়নের সুযোগসুবিধাগুলো জনগণ স্থায়ীভাবে ভোগ করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে জনগণেরও রাস্তা ব্যবহারে সচেতন হতে হবে এবং রাস্তার ধারে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে অধিকন্তু, রাস্তায় অতি ভারি যানবাহন প্রবেশ না করার ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করতে হবে । সুযোগ সুবিধাগুলো ধরে রাখতে হলে ব্রিজ কালভার্ট এর পূনর্নির্মাণ ব্যবস্থা করা ও কাজের উপকরণে যথেষ্ট গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের মানের পর্যাপ্ত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যসমূহ: (আথ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য): দলগত আলোচনার অংশগ্রহণকারীদের ধারণার মতে প্রকল্পের প্রত্যাশা অনুযায়ী রাস্তা হবে, কালভার্ট হবে, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো হবে এবং এলাকার লোকজন প্রশিক্ষণ পাবে এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং

কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করার সুযোগ হবে; ছেলেমেয়েদের সহজে কম সময়ে স্কুল ও কলেজে যাওয়ার সুযোগ; প্রয়োজনীয় জিনিস সহজেই হাতের কাছে পাওয়া; এবং কৃষি দ্রব্যাদির সঠিক মূল্য পাওয়া এবং দূরাঞ্চল থেকে ক্রেতাদের জিনিস ক্রয়ের জন্য হাট/বাজারে আসার প্রত্যাশাগুলো অর্জন করা ইত্যাদি ।

প্রকল্পের প্রত্যাশা পূরণ: দলগত আলোচনার অংশগ্রহণকারীদের মতে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রত্যাশা অনুযায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে তবে নোয়াখালী জেলার সোনামুড়ীর ওয়াসেকপুর এলাকায় রাস্তার পাশে গাছ লাগানো ও জনগণের প্রশিক্ষণ পাওয়ার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দলগত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে অনেক কৃষকের কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করার সুযোগ অর্জন করা গেছে; নতুন কর্মসংস্থান বিশেষকরে দুস্থ ও গরিব নারীদের জন্য সুযোগ হওয়া এবং ছেলেমেয়েদের সহজে কম সময়ে স্কুল ও কলেজে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এলাকার জনগণ বিশেষ করে চাষীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সহজেই হাতের কাছে পাচ্ছে; কৃষি দ্রব্যাদির সঠিক মূল্য; কৃষি কাজের ও ফসলের উপকরণ ও পরামর্শ এবং দূরাঞ্চল থেকে ক্রেতাদের জিনিস ক্রয়ের জন্য হাট/বাজারে আসার প্রত্যাশাগুলো অর্জিত হয়েছে।

সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধা ও অসুবিধা: দলগত আলোচনার অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা ও মতামত থেকে বুঝা যাচ্ছে প্রকল্পের পূর্বে সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার কম ছিল, বেকারত্ব বেশি ছিল, চিকিৎসা সেবা ভাল ছিল না এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার কম ছিল। পূর্বে নদীবাহিত অঞ্চলে জোরার ভাটার কারণে জলাবদ্ধতা ও লবলাক্ততার ফলে প্রচুর প্রকৃতগত সৃষ্ট গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হতো এখন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও বনায়ন সৃষ্টি করার ফলে জনগণ লাভবান হচ্ছে। এখন এলাকার সমাজ ও পরিবেশের অবস্থা আগের চেয়ে দিন দিন ভালো হচ্ছে; রাস্তার সাথে না হলেও অনেকে অন্য প্রকার গাছ বাড়ির আঙিনায় রোপণ করছে এবং আধুনিক উপায়ে চাষাবাদ করে তাদের আর্থিক ও জীবনমানের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছে।

গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নে সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ: গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের আগে মহিলারা রাস্তার উপর রোদ বৃষ্টিতে ভিজে বেচা কেনা করত এখন তারা ভাল ভাবে বাজারে বেচা কেনা করতে পারছে; আগে বৃষ্টি হলে বাজারে অনেক পানি জমত, কাঁদায় হাটা যেতনা এখন আর এসব সমস্যা নেই। তবে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের নতুন গ্রোথ সেন্টারটির খুব নিকটবর্তী এলাকায় দুটি বাজার ও একটি গ্রোথ সেন্টার থাকার কারণে বর্তমানে এ সেন্টারে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাণিজ্য করছে না। গ্রোথ সেন্টারটি নির্মাণ করার আগে এ স্থানগত অসুবিধা বা site selection টি যথাযথ হয়নি।

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে সুবিধাসমূহ: নতুন ইউনিয়ন পরিষদে e-সেবার মাধ্যমে রিক্সা ভ্যান এবং অন্যান্য গাড়ির লাইসেন্স পাওয়া; জন্ম নিবন্ধন, চারিত্রিক সনদ, দরপত্র বিক্রি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এখন সহজ হয়েছে এবং গরিবদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য (social safety net)-যেমন ভিজিডি কর্মসূচি, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি এখন এক জায়গা থেকে পাওয়া যায় বিধায় অযথা সময়ক্ষেপণ ও হয়রানির প্রবণতা কমেছে। আলোচকদের মতে কৃষি সেবা, নাগরিক সেবা ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ডিজিটাল করার সুবিধা এবং আইন শৃঙ্খলা ও যেকোন সমস্যা কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সংগে আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে জনগণ এখন তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে অসুবিধাসমূহ: আলোচকদের মতে এলাকায় ইউনিয়ন ভবন নির্মাণে ব্যক্তি বিশেষের কোন ক্ষতি হয়নি- শুধুমাত্র সরকারি কিছু খাস জমির অংশে কিছু গরিব লোকের চাষাবাদ বন্ধ হয়েছে। ইউনিয়ন ভবন নির্মাণে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি যদিও দলীয় লোকজন মাঝেমধ্যে ঝামেলা করার চেষ্টা করেছিল।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে আর প্রয়োজনীয় কাজসমূহ: আলোচকদের মতে এলাকায় গ্রামীণ অবকাঠামোগুলো বিশেষ করে রাস্তা ও ইউপি ভবন প্রতি বছর প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

বজায় রাখা উচিত। গ্রামীণ অবকাঠামোগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি মহিলাদের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখলে তারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে; প্রকল্পের চল্লিশ দিনের কর্মসূচি এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এলাকার বেকার শিক্ষিত যুব শক্তিকে আয়বর্ধন কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। গ্রোথ সেন্টারে মাধ্যমে মহিলা কর্ণার সৃষ্টি করে বেকার ও দুস্থ মহিলাদের কম খরচে দোকান ভাড়ায় তাদের ব্যবসায় স্ব-উদ্যোগী করা প্রয়োজন। রাস্তার উভয় পাশে লাভজনক অংশীদারিত্বে এলাকার জনগণের গাছ রোপণে উৎসাহিত করা; জনগণকে রাস্তা ব্যবহারে আরো সচেতন করা এবং এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজে স্থানীয়/দলীয়/ চাদাঁবাজির মনোভাব পরিহার করার জন্য প্রভাবশালীদের উদ্যোগ নিতে হবে । এলাকার ব্রিজ/কালভার্ট মজবুত ও যথাযথভাবে নির্মাণ করা উচিত যাতে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকে এবং জলোচ্ছাস ও ঝড়/বন্যায় সহজে নষ্ট না হয়।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে মহিলাদের উপকার: অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে যানবাহনের চলাচল সহজ হওয়াতে মহিলারা অতিসহজে কম সময়ে নিজেদের প্রযোজনীয় ও পছন্দের সামগ্রী ক্রয় করতে পারছে; কিছু কিছু মহিলা মাটির কাজ করে এবং কিছু কিছু মহিলা গ্রোথ সেন্টারে দোকান করে অর্থ উপার্জন করছে; মহিলারা রাস্তার ধারে গাছাপালার সেবাযত্ন ও পাহারা দিয়ে জীবিকা অর্জন করছে; এবং মহিলারা তাদের অধিকারের ব্যাপারে আরো সচেতন হয়েছে এবং স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারছে।

ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প উন্নয়ন ও গ্রহণে FGD আলোচকদের পরামর্শ: রাস্তা ও ব্রিজ/কালভার্টের স্থায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সঠিক পরিকল্পনা করা, সঠিক স্থান নির্বাচন করা, অবকাঠামো নির্মাণের উপাদান সঠিক মানের হয় তা নিশ্চিত করা। পরিকল্পনা থেকে শুরু করে কাজ শেষ করার সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের জবাবদিহিতা শতভাগ নিশ্চিত করা। অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজে চাদাঁবাজি ও প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ রাখা নিশ্চিত করতে হবে। রাস্তায় ভারি যানবাহন প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রাস্তার উভয় পাশে গাছ লাগানো ব্যাপারে রাস্তা সংলগ্ন এলাকার জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশ ও দশের উন্নয়নের জন্য এ ধরণের কার্যক্রম সকল অঞ্চলে অব্যাহত রাখার জন্য ভবিষ্যতে এই ধরণের প্রকল্প নেয়া প্রয়োজন তবে অনেকের মতে স্থানীয় জনমত জরিপের মাধ্যমে নিয়ে তাদের চাহিদা মোতাবেক কাজ করলে আরো বেশি সংখ্যক জনগণ সুবিধাভোগী হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রকল্পের সকল কর্মকান্ডে স্থানীয়/এলাকার পুরুষ ও মহিলাদের কাজে নিয়োজিত করা গেলে গ্রামের উন্নয়ন কাজে নারী ও পুরুষরা সহযোগিতামূলক পরিবেশে সহজ ও নিরাপদে চলাফেরা ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে।

৭.১৪ স্থানীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালা - নোয়াখালী ওয়াকশপ

মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গত ২৫শে এপ্রিল, ২০১৭ নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, নোয়াখালী এর সভা কক্ষে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ গোলাম কবির, পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন জনাব মোঃ মোস্তফা হাসান, সহকারী পরিচালক, আইএমইডি, সভাপতি ছিলেন জনাব এম এ ছাত্তার, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নোয়াখালী। ইউসুফ এন্ড এসোয়েটস্ এর পক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব প্রকৌশলী আওলাদ হোসেন এবং প্রকল্প মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম লিডার ডঃ মোহাম্মদ আবু তাহের খন্দকার, এলজিইডি-এর কর্মকর্তাগণ এবং পরার্শকগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মোট ৫৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন । এই কর্মশালার কার্যক্রমের প্রথম পর্বে-এ প্রকল্পের মূল্যায়ন স্টাডি টিম লিডার প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অজর্নের জন্য কর্মশালার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। কর্মশালার কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারীগণকে মুক্ত আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয়।

মুক্ত আলোচনা: অংশগ্রহণকারীগণ এলজিইডি কর্তৃক জুন ২০০৬ - জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর মুক্ত আলোচনা করেন, তাঁদের মতামত ও পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন।

সুফলভোগী: একজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী বলেন, প্রকল্প থেকে বাজারে তিনি একটি দোকান পেয়েছেন। আগে দোকান ছিল না, এখন দোকান হওয়াতে ব্যবসা করতে পারছেন এবং সংসারের আয় বেড়েছে, স্বচ্ছলতা আসছে। ছেলেমেয়েদেরকে পড়ালেখা করাতে পারছেন।

একজন মহিলা অংশগ্রহণকারী বলেন প্রকল্পের আগে ঘরে কাজ করতেন।প্রকল্পের মাটির কাজ করাতে এখন স্বামী ও তাঁর রোজগারে সংসার মোটামুটি ভাল চলে। রাস্তা নির্মাণ হওয়াতে যোগাযোগ উন্নত হয়েছে। এখন ছেলেমেয়েদেরকে পড়ালেখা করাতে পারছেন।তাঁরা সংসারে আগের চেয়ে আয় বেড়েছে। আগে রাস্তায় পানি-কাঁদা ছিল; এখন পাকা রাস্তা হয়েছে; চলাচল সহজ হয়েছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কয়েক জন ব্যবসায়ীর মতে বাজার উন্নয়ন করার কারণে বাজারে দোকান সংখ্যা বেড়েছে। বাজারের মধ্যে সেড তৈরি হয়েছে, পাকা রাস্তা হয়েছে। এখন তাঁরা স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা করতে পারছেন।গ্রামের চাষীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারে আনা নেওয়া করতে পারেন। তাঁদের পণ্য বেশি দামে বিক্রয় করতে পারেন। রাস্তা পাকা হওয়াতে অনেক দূর থেকে পাইকারী অনেক ব্যবসায়ীরা আসেন, মালামাল ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে তাঁদের আয় বেড়েছে। তাঁরা বলেছেন বাজারে টয়লেট হয়েছে এবং সুবিধা হয়েছে। সেতু বা কালভার্ট নির্মাণের ফলে অনেক উপকার হয়েছে। আগে স্থানীয়ভাবে জলাবদ্ধতা হতো। এখন ব্রিজ বা কালভার্ট হওয়াতে জলাবদ্ধতা হয় না; পানি সহজে নিষ্কাশন হয়।

অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণের মতে প্রকল্পের কাজ ভাল হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ফলে জনগণের উপকার হয়েছে। রাস্তায় অতি ভারি যানবাহন চলাচল সীমিত করা প্রয়োজন বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিকল্প চিন্তা ও সচেতনতামূলক মিটিং করে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে হবে মর্মে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

একজন ইউপি চেয়ারম্যান বলেছেন, বাজারের উন্নয়ন হয়েছে; সেড নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তা হওয়াতে বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে। কৃষিপণ্য সহজে কেনা বেচা করে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছে ন। তাঁর এলাকায় একটি বড় বাজার আছে; আগে সেখানে গরু জবাই হত; ফলে ময়লা আবর্জনায় পরিবেশ দূষণ হত এবং দুর্গন্ধ ছড়াত। এখন এলজিইডি-এর প্রকল্প থেকে কসাইখান করার জন্য একটি সেড তৈরি করা হয়েছে। এখন আর ময়লা আর্বজনা হয়না; পরিবেশ ভাল থাকে। শুধু তাই নয়,এই ময়লা আর্বজনা সংরক্ষণ করে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাঁর মতে বাজার ব্যবস্থাপনার আরও উন্নতি হলে বা প্রকল্প থেকে আরও নতুন নতুন বাজার প্রকল্পের আওতায় এনে উন্নয়ন করলে কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারে কেনা বেচা করে লাভবান হবেন।

নোয়াখালী সদর উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়। এলজিইডি উন্নয়ন করে; এলজিইডির উন্নয়ন মানে সরকারের উন্নয়ন; আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। কবির হাটে একটা খাল খনন করা হয়েছে। খালের গভীরতা বেশি; এখন খালে মাছ চাষ হয়। গ্রাম থেকে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউপি থেকে উপজেলা পরিষদে আসার প্রায় সব রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে রাস্তা মেরামতের যে নীতিমালা র য়েছে তা বাস্তবায়ন করতে পারলে আগামীতে মেরামতের সমস্যা আরও কমে যাবে।

প্রধান অতিথি তাঁর মন্তব্যে - পাকা রাস্তা হওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে। তিন বছর পর রাস্তা মেরামত করলে রাস্তার স্থায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতি বলেন, মুক্ত আলোচনায় অনেক তথ্য উঠে এসেছে যেটা ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের উন্নয়ন আরও টেকসই ও জনকল্যাণমুখী করায় সহায়ক হবে।

৭.১৫ কেস স্টাডি

(১) এলসিএস-এ কাজ করেন এমন ১০ জন মহিলার সাথে নোয়াখালীতে আলাপ করে জানা যায় যে তাঁদের সকলেই রাস্তার নির্মাণের সময় মাটির কাজ করেছেন। তাঁদের কাজের ধরন ছিলো দুরমুজ দিয়ে মাটি মজবুত করা; রাস্তার ঢালে দুর্বাঘাস লাগানো; বৃক্ষরোপণ করা। এই কাজের জন্য তাঁরা নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক পেতেন। রাস্তার কাজ করার ফলে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; সংসারে তাদের মর্যদা বেড়েছে; সংসারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে; তাঁদের সমত্মানেরা স্কুলে যেতে পারছে। তাঁদের প্রত্যেকেরই স্বামী জীবিত আছেন; একজন অষ্টম শ্রেণি এবং অন্য দুজন চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করছেন। অন্যরা প্রত্যেকে নাম দস্তখত করতে পারেন। অধিকাংশ নারীর সমত্মান সংখ্যা দুজন।

ভৌত কাজ করতে গিয়ে তাঁদেরকে পর্দার ব্যাপারে কোন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়নি। প্রথমেই তাঁহারা স্ব স্ব স্বামীর নিকট হতে অভয় পেয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা নিজেদের ভালো আচরণ দ্বারা পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঘরের বাহিরে যতটুকু পর্দা মেনে চলার দরকার ততটুকু তাঁরা সকলে মেনে চলেন, শালীনভাবে চলাফেরা করেন। তাঁরা জানান যে, এ প্রকল্প তাঁদেরকে পথ দেখিয়েছে। কায়িক শ্রম করার অথবা কঠোর পর্দা না মানার যে লজ্জা তা তাঁদের ভেঙ্গে গেছে। ঘরের বাহির হওয়ার লজ্জা যেহেতু ভেঙ্গেছে সেহেতু সৎ রোজগারের জন্য এখন তাঁদের পথ খোলা, বাধাহীন বলে তাঁরা আস্থাবান। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি আলোকচিত্র চিত্র নং ৭.৬ এ প্রদান করা হলো।

চিত্র ৭.৬ঃ এলসিএস-এ কাজ করেন এমন ১০ জন মহিলার ছবি

(২) প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলায় নির্মিত অবকাঠামোগুলোর একটি নাম নন্দীগ্রাম ব্রিজ। ব্রিজটি মাদারবুনিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। এই ব্রিজটির স্প্যান ৯০.৪০ মিটার। ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে উত্তর-দক্ষিণে নন্দী গ্রাম খালের উপরে। খালটি পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে; খালের পানিতে জোয়ার-ভাটার প্রভাব আছে। ব্রিজটির উত্তর পাড়ে তিনটি গ্রাম রয়েছে; এগুলোর জনসংখ্যা প্রায় ৫,০০০ জন। ব্রিজটি নির্মাণ করার পূর্বে উত্তর পাড়ের লোকজন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনে একটি খেয়া নৌকা দিয়ে দক্ষিণ পাড়ে যাতায়াত করতো। খালটির কোনো পাড়েই খেয়া নৌকা নোঙর করার জন্য এবং খেয়া নৌকা হতে নামা-উঠার জন্য কোনো ধরনের পাকা ঘাট ছিল না। সুতরাং দুই পাড়েই পারাপারকারী লোকজনকে পানিতে এবং কাঁদা মাটিতে অবতরণ করতে হতো। এছাড়াও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বৃষ্টির সময়ে জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেতো। মহিলাদের জন্য দুর্ভোগের মাত্রা আরও বেশি ছিল। ব্রিজটি নির্মাণের ফলে গ্রামগুলির লোকজনের চলাচলের সুবিধা হয়েছে। ব্রিজটির একটি আলোকচিত্র চিত্র নং ৭.৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৭.৭ঃ নন্দীগ্রাম ব্রিজ

(৩) বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় গৌরীচন্না বাজার-বুরজীর হাট পর্যন্ত ২.০ কি.মি.পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটি পশ্চিম দিকে গৌরীচন্না বাজার হতে প্রায় ৪ কিঃ মিঃ বাদ দিয়ে শেষ দিকে ২ কিঃ মিঃ পেভমেন্ট (Pavement) নির্মাণ করা হয়েছে। পশ্চিম দিকের সেই অংশে প্রকল্পের আওতায় কাজ করা হয় নাই সেই অংশটুকু এমন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে যে গাড়ি দিয়ে অথবা পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া যন্ত্রণাদায়ক! এর পরের অংশটুকু, যেটুকু প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে, মসৃণ- ৩০ কিঃমিঃ গতিতে গাড়ি চালানো যায়। রাস্তা নির্মাণের পূর্বে রাস্তাটি ছিল মাটির তৈরি।

রাস্তাটি ছিল পার্শ্ববর্তী জমি থেকে সামান্য উঁচু; বর্ষা মৌসুমে রাস্তা হয়ে যেত কর্দমাক্ত। কাদার মাঝে পা ডুবে যেত। কাঁদার গভীরতা হতো প্রায় ১৫০ হতে ২০০ মিলিমিটার। রাস্তা নির্মাণের ফলে যাতায়াতের সময় হ্রাস পেয়েছে। আগে যেখানে যেতে সময় লাগত ৪০ মিনিট বর্তমানে সময় লাগে ১০ মিনিট। এতে সময় সাশ্রয় হয় এবং পরিশ্রমও কম হয়। আগে পায়ে হেটে চলাচল করতে হতো বর্তমানে ইজিবাইকে চলাচল করা যায়। রাস্তাটির একটি আলোকচিত্র (চিত্র নং ৭.৮) সংযোজন করা হলো।

চিত্র ৭.৮: গৌরীচন্না বাজার-বুরজীর হাট সড়ক

(৪) চরমটুয়া ইউনিয়নের উদয় সাধুর হাটে প্রকল্পটির আওতায় একটি ‘‘কসাইখানা’’ (Slaughter-house) নির্মাণ করা হয়েছে। হাটটি নোয়াখালী সদর উপজেলার ১নং চরমটুয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। কসাইখানাটি চারিদিক খোলা ছোট আকারের একটি পাকা সেড। এর সঙ্গে একটি লেট্রিনও নির্মাণ করা হয়েছে। কসাইখানার বায়ু বেশ ভা রি| বিষাক্ত-দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসে চারিদিক ভরপুর হয়ে আছে। গোবর এবং জবাই করা পশুর বর্জ্যে কসাই খানাটির চার পাশ ভরে আছে। কসাইখানার মেঝেতে একটি বর্গাকার ম্যানহোল (Manhole) আছে। সেই ম্যানহোলটি কানায় কানায় পশু বর্জ্যপূর্ণ। কসাইখানার তিন পার্শ্ব গোবর এবং পশু বর্জ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

কসাইখানা হতে প্রায় দেড়শত মিটার দূরত্বে পানামিয়া পি.এফ. উচ্চ বিদ্যালয় ও পানামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়ন করে। এদের অন্তত ৪০% কসাইখানার জঞ্জাল পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। উৎকণ্ঠার ব্যাপার হলো কসাই খানার বর্জ্যের দুর্গন্ধ এবং বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে বাহিত হয়ে সহজেই বিদ্যালয়ে পৌঁছে। এ কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যহানি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কসাইখানার একটি আলোকচিত্র (চিত্র নং ৭.৯) নিমেণ প্রদান করা হলো।

চিত্র ৭.৯ঃ চরমটুয়া ইউনিয়নের উদয় সাধুর হাটে প্রকল্পটির আওতায় একটি ‘‘কসাইখানা’’

(৫) লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার অধিক্ষেত্রে একটি "Women's Corner" নির্মাণ করা হয়েছে। "Women's Corner"-টি একটি একতলা পাকা ভবন, দক্ষিণমুখী। এটি হাজীর হাট বাজারে অবস্থিত। ৭নং হাজীর হাট ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের বিপরীত দিকে প্রশস্থ পাকা সড়কের পাশে "Women's Corner" ভবনখানি নির্মাণ করা হয়েছে। নারীদের জন্য ভবনটিতে পাঁচটি দোকান ঘর আছে। সবকটি দোকান ঘর তালাবদ্ধ। দোকানঘরগুলো সম্প্রতি কখনও দোকান হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। ভবনটির পাঁচটি দোকান ঘরের পূর্ব পাশে ভবনের ভিতরে টয়লেট ঘরটি অবস্থিত। টয়লেটের দেওয়ালগুলো সম্প্রতি ভাঙ্গা হয়েছে নতুন একটি গুদাম ঘর নির্মাণের জন্য।

যাঁদেরকে "Women's Corner"-এর দোকানঘরগুলো বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল তাঁরা এগুলো সাব-লেট দিয়েছেন। দোকানঘরগুলো এখন গুদামঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। "Women's Corner"-নির্মাণের মহৎ উদ্যোগটি এখনও সফল হয় নাই। ইহার যথাযথ ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সফ ল করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও জন প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। "Women's Corner"-এর একটি আলোকচিত্র (চিত্র নং ৭.১০) সংযোজন করা হলো। চিত্র ৭.১০ঃ

কমলনগর মহিলা কর্ণার

অষ্টম অধ্যায়
সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ

৮.১ পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটির পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ভৌত কার্যগুলোর বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা একশত ভাগ অর্জিত হয়েছে। ইহার পাশাপাশি অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় মোট ৪৭৭,৭৩.৯৭ লক্ষ টাকা-এর বিপরীতে ৪৭৭,৬১.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়ের মাত্রা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ১০০%।

পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং উপকারভোগী জনগণের প্রদত্ত মতামত অনুসারে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার পুরুষ ও নারী জনগণের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি হয়েছে এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়াও প্রকল্পটির মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের (network) রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থা য়িত্ব ও কর্মক্ষমতা (sustainability and efficiency) বৃদ্ধি হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রান্তিক অবস্থার নারী-পুরুষের জন্য সরাসরি ৩০ লক্ষ ১০ হাজার জন-দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছিল যা অত্যন্ত ইতিবাচক। জনগণের জন্য প্রকল্পটি দ্বারা পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় নারীদের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাগণের ৯০% বলেছেন প্রকল্পটির মাধ্যমে অবকাঠামোর উন্নয়নের কারণে তাঁদের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্পের কারণে তাঁদের পেশা সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ হয়েছে এইরূপ মতামত প্রদান করেছেন ৮০% উত্তরদাতা। উত্তরদাতাগণের ৮৪% বলেছেন যে, প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করার কারণে যাতায়াতের সময় হ্রাস পেয়েছে, ৮০% বলেছেন প্রকল্পের কারণে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়েছে, ৪৪% বলেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সহজ হয়েছে, এবং ৬৪% উত্তরদাতা বলেছেন প্রকল্পের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছে। উত্তরদাতাদের ৬৯% বলেছেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে কৃষিজ পণ্যাদির পরিবহণ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

উত্তদাতাগণের প্রায় ১১% প্রকল্পটির আওতায় আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁদের প্রায় ৭৪% হাঁস-মুরগি পালন, ৬২% শাক-সবজি চাষ, প্রায় ২১.৫% বৃক্ষরোপণ কাজে জড়িত আছেন। নারী উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের আয় হয়েছে, সংসারেও সমান মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য অবকাঠামো জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, আয়-বর্ধন ও বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে মর্মে উত্তরদাতাগণ মতামত প্রদান করেছেন।

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল পাকা ও কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা। রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার-এ সব অবকাঠামো বিদ্যমান পাকা অথবা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে অথবা বাজারে নির্মাণ করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের ব্যাপক দাবি ও সমর্থন ছিল। প্রকল্পটির প্রভাব জনগণের উপর ইতিবাচক। প্রকল্প এলাকার ৯৮% জনগণ এ ধরনের প্রকল্প ভবিষ্যতে নির্মাণ করার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

৮.২ সুপারিশ

জনগণের উপরোক্ত মতামত, তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ-এর ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করা হলো:

(১) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

(২) যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

(৩) পাকা রাস্তার ছোটখাট মেরামত (Pot-hole) সংস্থার নিজস্ব জনবল ও যন্ত্রপাতির দ্বারা দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

(৪) প্রান্তিক আর্থিক অবস্থার নারীগণকে এলজিইডি-এর রাস্তার রুটিন মেরামত কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

(৫) পাকা সড়কের স্থায়িতব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কের পেভমেন্টের ডিজাইন (যাহা ইতোমধ্যে এলজিইডি সংশোধন/উন্নয়ন করেছে) অনুসরণ করা যেতে পারে।

(৬) গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে (Project Completion Report) তা উল্লেখ করার বিধান রাখা যেতে পারে।

(৭) প্রকল্প এলাকার অবকাঠামোর দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত অপরিহার্য। বাঁধের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এলজিইডি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

(৮) 'গ্রোথ সেন্টার'-এর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ বাজারের নিজস্ব আয় হতে করা যেতে পারে।

(৯) Women's Corner-এর ব্যবস্থাপনা জোরদার করা প্রয়োজন।

(১০) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত 'কসাইখানা'-এর দূষিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি 'বায়োগ্যাস প্লান্ট' নির্মাণ করা প্রয়োজন।

(১১) ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিষদের নিজস্ব তহবিল ব্যয় করে নির্বাহ করা প্রয়োজন।

(১২) বিশ্ব ব্যাংক-এর Preparation of Rural Transport Improvement Project II (RTIP II), March 2012 হতে দেখা যায় প্রায় ৩,৫৫০ কিলোমিটার উপজেলা এবং ইউনিয়ন পাকা সড়ক পুনর্বাসন এবং পিরিয়ডিক মেরামতের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে DANIDA-এর সাহায্যপুষ্ট প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার পাকা সড়ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ঠিকাদারগণকে শুধুমাত্র সমাপ্ত কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করা হবে না; বরং সমাপ্ত সড়ক মেরামত কাজের গুণগত মানের ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে। পাকা সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রতিপালন করা যেতে পারে।

(১৩) ''কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩): পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্প ভবিষ্যতে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১৪) প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে বেজ লাইন সার্ভের (Baseline Survey) সংস্থান রাখা প্রয়োজন।

(১৫) প্রকল্পের অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য জনসেচনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।